পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের ষাণ্মাসিক প্রতিবেদন

[১ নভেম্বর ২০০৩ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত কমিশনের কার্যাবলী বিষয়ে এই ষাণ্মাসিক প্রতিবেদনটি মহামান্য সরকারের কাছে পাঠানো হল]

সরকারী বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৫৩০৯/১-এম ডবু তাঃ ৮.১০.২০০১
অনুসারে পুনর্গঠিত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন
১ নভেম্বর, ২০০১ থেকে কর্মভার গ্রহণ করেন।

বর্তমানে কমিশনের সদস্য-পরিচিতি নিম্নরূপ :

১। ডঃ শ্রীমতী যশোধরা বাগ্চী—সভানেত্রী	৪২৮, যোধপুর পার্ক, কলকাতা : ৭০০ ০৬৮
২। ডঃ শ্রীমতী রমা দাশ—সহ-সভানেত্রী	৯/২এ, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা : ৭০০ ০০৯
৩। ডঃ শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য—সদস্য	বি ২/৩, ব্লক-২, ফেস্-১, কে. এম. ডি. এ. আবাসন, ৩৯এ, পি. জি. এম. শাহ্ রোড কলকাতা : ৭০০ ০৯৫
৪। ডঃ শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি—সদস্য	৪৮/১০, সুইস্ পার্ক, কলকাতা : ৭০০ ০৩৩
৫। ডঃ শ্রীমতী মীরাতুন নাহার—সদস্য	৬৪জি, লিন্টন স্ট্রীট, কলকাতা : ৭০০ ০১৪
৬। শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল—সদস্য	গ্রাম নং ৬, চরাবিদ্যা, পোস্ট অফিস-চরাবিদ্যা, পুলিশ স্টেশন—বাসন্তী
৭। শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য—সদস্য	৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া কলকাতা : ৭০০ ০৩১
৮। শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস—সদস্য	গ্রাম এবং পোস্ট অফিস-সুবর্ণপুর জেলা-নদিয়া, পিন : ৭৪১ ২৪৯
৯। ডঃ শ্রীমতী গৈরিকা ঘোষ—সদস্য	৭, মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া : ১
১০। শ্রীমতী বিন্দু জুৎসি—সদস্য সচিব	

❑ প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের প্রতিবেদন

গত ১৯৯৯ সালের ২১শে জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের অভিযোগ ও প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রটি চালু হয়।

মহিলা কমিশনের অভিযোগ ও প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রটি এককথায় কমিশনের 'প্রাণকেন্দ্র' বলা চলে। দুরদূরান্ত থেকে সমস্যাক্লিষ্ট মানুষ সুরাহার আশায় এখানে আসেন। এখানে পরামর্শদান, সমস্যা জর্জরিত মানুষের অভিযোগ শোনা, বিভিন্ন প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গার্হস্থ্য নির্যাতন, হেনস্থা, পণের জন্য অত্যাচার, বিতাড়ন (Desertion) অবৈধ সম্পর্ক, ধর্ষণ, এফ.আই.আর. না নেওয়া, স্বামীর দ্বারা প্রতারণা, বঞ্চনা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, মহিলাদের বর্হিজগতে এবং সাংসারিক জগতে, সংগঠিত বা অসংগঠিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে মহিলা কমিশন উক্ত নির্যাতনের প্রতিরোধ ও সমাধানের সর্বতোভাবে সচেষ্ট রয়েছে।

কমিশনের তালিকাভুক্ত নয়জন আইনজ্ঞ নির্ধারিত দিনে কমিশনে আসেন এবং আইনি পরামর্শ দেন। কমিশনের কয়েকজন সদস্যাকে নিয়ে কাউন্সেলিং সেল কমিটি সভানেত্রীর সহযোগিতায় অভিযোগগুলির সঠিক মূল্যায়ন এবং পদক্ষেপ স্থির করেন।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনে লিখিতভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কেস গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

জানুয়ারি ২০০৪ থেকে প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রে আবেদনের বাংলা ও ইংরাজি খসড়া চালু হয়েছে। এর ফলে আবেদনপত্রগুলির সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া কমিশন থেকে আবেদনকারিণীদের সাহায্যার্থে 'বিনা ব্যয়ে আইনী পরিষেবার' নির্ধারিত খসড়ার প্রতিলিপি দেওয়া হয়।

সমাজে ক্ষতিগ্রস্ত মহিলাদের সাহায্যার্থে কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন কেসের তদন্ত করেছে এবং সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সুপারিশ পাঠানো হচ্ছে। কমিশনের কাছে নভেম্বর ২০০৩ থেকে ৩০শে এপ্রিল ২০০৪ আগত অভিযোগের সংখ্যা ৪৫২টি বেশিরভাগ অভিযোগগুলি কলিকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া থেকে এসেছে। প্রত্যন্ত জেলা জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহারের অসহায় মহিলারাও কমিশনের কাছে সাহায্যপ্রার্থী। বর্তমানে ১৫৪৫টি কেস মহিলা কমিশনে বিচারাধীন।

কমিশন থেকে ২৬টি অভিযোগপত্র সি.আই.ডি.-তে তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, ১২টি (SUO-MOTU) কেসে কমিশনের প্রতিনিধিদল তদন্ত করছেন, ৭২টি ক্ষেত্রে আবেদনকারিণীদের সমস্যা থেকে মুক্ত করে সমাজের মূলস্রোতে পাঠানো হয়েছে। বিস্তারিত তালিকা সংযোজিত হয়েছে।

পুলিশি সহায়তা

কমিশনের সাফল্যের কথা বলতে গেলে পুলিশের সহায়তার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় নোটিশটি সরবরাহ করার জন্য পুলিশের উপরই কমিশন নির্ভরশীল। বর্তমানে কলকাতা পুলিশের সাহায্যের ফলে কমিশন বেশ কিছু কেস সুষ্ঠুভাবে মেটাতে পেরেছে।

কমিশন থেকে ৭৫টি কেসে তদন্ত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। ১০৫টি কেসে অপরপক্ষকে হাজিরার জন্য পুলিশের সাহায্য চেয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কমিশন বর্তমানে বেশ কিছু তদন্ত রিপোর্ট সঠিক সময়ে না পেলেও হাজিরার ক্ষেত্রে পুলিশ-এর সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে, ২৩টি ক্ষেত্রে চার্জসীট জমা পড়েছে।

সি.আই.ডি.-তে পাঠানো ২৬টি কেসের মধ্যে কমিশন ৬টি-তে তদন্ত রিপোর্ট কমিশনের দেওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেয়েছে।

কমিশনের হস্তক্ষেপে বিভিন্ন কেসের সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল :

১। **মিতালী হাজরা :** বিবাহীত জীবন ১৭ বছরের। দুটি সন্তান বর্তমান। বিবাহের ১১ বছর পরে স্বামী অন্য নারীতে আসক্ত হয়। ফলস্বরূপ সংসারে অশান্তি, পরবর্তীতে আবেদনকারিণী মানসিক ও শারিরীক নির্যাতনের শিকার। স্বামী বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র থাকতে শুরু করে সেইসঙ্গে স্ত্রীর নামে লেখা বাড়ি থেকে উৎখাত করার অভিপ্রায়ে বাড়ি মর্টগেজ রেখে লোন নিতে থাকেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে শিক্ষকতায় যুক্ত স্বামী মাসিক ৫,০০০ টাকা স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন। আবেদনকারিণী বর্তমানে উক্ত গৃহে পুত্র-কন্যাসহ রয়েছেন। স্বামীর সাথে পুত্র কন্যার যোগাযোগ আছে।

২। **নাদিরা শরিফ :** স্বামী ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, প্রাচীনপন্থী, স্ত্রীকে প্রতিনিয়ত শাসনের বাঁধনে বাঁধতে অভ্যস্ত। দীর্ঘ ২৭ বছর মানসিক অত্যাচার সহ্য করার পর আবেদনকারিণীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে শুরু হয় অশান্তি। ইঞ্জিনীয়ার পুত্র, কলেজে পড়া কন্যা নিয়ে বাপের বাড়ির আশ্রিতা। কমিশনের হস্তক্ষেপে বর্তমানে আবেদনকারিণী স্বামীগৃহে স্বামী, পুত্র-কন্যা সহ সংসার করছেন।

৩। **পারমিতা চন্দ্র :** শিক্ষিকা, স্বামী ও শিক্ষক। স্বামী পর নারীতে আসক্ত। শ্বশুরবাড়িতে থেকে স্বামীর আচরণের প্রতিবাদে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। স্ত্রীধন, আসবাবপত্রসহ সমস্ত জিনিযপত্র শ্বশুরবাড়িতে দীর্ঘ ৪ বছর অতিক্রান্ত। স্বামী ইতিমধ্যে বিয়ে করেছে উক্ত রমণীকে। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণী ফিরে পেয়েছে স্ত্রীধন, আসবাবসহ নিজের জিনিসপত্র। বর্তমানে যৌথ সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছিন্না।

৪। **সামরান :** সন্দেহপ্রবণ স্বামী, বিবাহিত জীবন ১৮ বছরের। পুত্র-কন্যা বর্তমান। সন্দেহের মাত্রা বাড়তে থাকলে সংসারে শুরু হয় অশান্তি। স্বামী তালাক দেন। কিন্তু স্ত্রী পুত্র-কন্যাকে ছাড়তে

চান না। স্ত্রীকে অন্যত্র বিয়ে করার পরামর্শ দেন। আবেদনকারিণী প্রতিবাদ করেন। উনি স্বামীকে নিয়ে সংসার করতে চান অন্যথায় বাড়িতে ঢোকা বন্ধ করতে চান। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণী পুত্র-কন্যাসহ স্বামীর দেওয়া ফ্ল্যাটে রয়েছেন। আবেদনকারিণী স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ নিতে অস্বীকার করেন। বর্তমানে আবেদনকারিণীর স্বামী পুত্র-কন্যাকে মাসিক ৫,০০০ টাকা পড়াশুনার ও খাওয়ার জন্য দিচ্ছেন।

৫। **কাজললতা অধিকারী :** আবেদনকারিণীর দুই কন্যা ও দুই পুত্র থাকা সত্ত্বেও স্বামী পুনরায় বিয়ে করে। দ্বিতীয় বিয়ের পর শুরু হয় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। বন্ধ হয় ভরণপোষণ। বাধ্য হয়ে মহিলা কমিশনের দ্বারস্থ হয়। স্বামী টেলিকমের কর্মচারী। কমিশন থেকে স্বামীর সাথে কথা বলে নির্যাতন করা বন্ধের পাশাপাশি মাসিক ভরণপোষণ দিতে বাধ্য করা হয়। কমিশনের চাপে মাসিক ২৫০০ টাকা করে আবেদনকারিণীকে তার স্বামী দিতে শুরু করেন। বর্তমানে কমিশনের মধ্যস্থতায় স্বামীর কর্মস্থল থেকে আবেদনকারিণী মাসিক ২৫০০ টাকা মাসোহারা পাচ্ছেন।

৬। **মীরা বাগচী :** শিক্ষিকা, স্বামী পুলিশের উর্দ্ধতন অফিসার। নিজেদের পছন্দের বিয়ে। বিয়ের পর আদর্শের তফাৎ। সেই থেকেই সূত্রপাত অশান্তির। আস্তে আস্তে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে, ছোট-খাটো ব্যাপারেই অশান্তি। ভুল বোঝাবুঝি চরমে উঠলে আবেদনকারিণী কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশনে বসে অনেক আলোচনা চলে। আবেদনকারিণী স্বামীর কাছে মাথা গোঁজার ঠাঁই দাবি করেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে ৩ লক্ষ টাকা বিনিময়ে আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়।

৭। **রমা বৈষ্ণব পুরকায়স্থ :** সম্বন্ধ করে বিয়ে, বিয়ের পরই শুরু হয় মানসিক নির্যাতন। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে বাপের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। যদিও শ্বশুরবাড়িতে একমাত্র শ্বশুর চাইতেন ছেলে-বৌমার সম্পর্ক সুন্দর হোক। কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর স্বামীর সাথে বারংবার কথা বলা হয়। বর্তমানে আবেদনকারিণী সুষ্ঠুভাবে স্বামীগৃহে সংসার করছে।

৮। **নীলাঞ্জনা অধিকারী :** শ্বশুরবাড়িতে স্বামী দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে কন্যাসহ বাপের বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী। স্বামী কোন খোঁজখবর না নেওয়ায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশনের হস্তক্ষেপে স্বামী ও কন্যাসহ একত্রে সংসার করছেন। বর্তমানে কোন সমস্যা নেই বলে কমিশনকে জানান।

৯। **শিপ্রা ব্যানার্জী :** আবেদনকারিণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে কমিশনে আসেন। কমিশনের মধ্যস্থতায় পুনর্মিলন হয়ে বর্তমানে দাম্পত্য জীবনযাপন করছেন।

১০। **মিতালী দত্ত :** আবেদনকারিণী তাঁর স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে কমিশনে আসেন। স্বামী কমিশনের নোটিশে উপস্থিত হননি। ডি.সি.ডি.ডি.-র মাধ্যমে নোটিশ জারি হবার পর কমিশনে উপস্থিত হয়ে তাদের দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হয় এবং বর্তমানে দাম্পত্য জীবনযাপন করছেন।

১১। **সোমশুক্লা চক্রবর্তী :** আবেদনকারিণীর স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির ৮ জনের বিরুদ্ধে চন্দ্রকোনা থানায় এফ.আই.আর. করেন কিন্তু থানা আসামীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলনা।

কমিশন আরক্ষা আধিকারিক, পশ্চিম মেদিনীপুরকে চিঠি করা হলে, আসামীদের বিরুদ্ধে ধারা ৪৯৮এ/৪০৬ আই.পি.সি. এবং ৩/৪ ডি.পি. আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার ও চার্জশীট দিয়েছেন।

১২। **তনুশ্রী ঘোষ :** আবেদনকারিণী স্বামীর দ্বারা অবহেলিত হয়ে বাপের বাড়িতে আসেন এবং স্বামী তাঁর কোনরূপ ভরণপোষণ দিচ্ছে না। কমিশনের হস্তক্ষেপে স্বামী বর্তমানে স্ত্রীকে মাসিক ২৫০০ টাকা খোরপোষ দিচ্ছেন এবং বিষয়টি কমিশনে বিবেচনাধীন।

১৩। **দ্বিজেন পাল :** আবেদনকারীর কন্যা ঝুমা পালের শ্বশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেন। এস.পি. নদীয়া কমিশনের চিঠির উত্তরে জানান যে কোতয়ালী থানা আসামীদের বিরুদ্ধে ধারা ৪৯৮এ/৩০৬ আই.পি.সি. মতে চার্জশীট দিয়েছে, মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

১৪। **মলিনা দাস :** আবেদনকারিণী ও তাঁর অবিবাহিতা কন্যা স্বামী ও পুত্রের দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে ১৯৮৪ সালে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হন। কমিশনের হস্তক্ষেপে ২০০০ সালে কন্যাসহ বাড়িতে ফেরত যান। কমিশনের চাপে স্বামী তাঁর অবিবাহিতা কন্যার নামে বাড়ির অর্ধেক অংশ ২০০৪ সালের প্রথমদিকে দানপত্র করে দেন। যদিও আলাদা বিদ্যুৎ ও জলের লাইন নেওয়া এখনো বাকি আছে।

১৫। **শান্তি দাস :** প্রবীণা নাগরিক, সন্তান দেখভাল করে না। অর্থকষ্টে কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণীকে পুত্র প্রতিমাসে ৩০০০ টাকা দিচ্ছেন। আবেদনকারিণী বর্তমানে ভালো আছেন বলে কমিশনকে জানান।

১৬। **নমিতা রায় :** বিবাহের পর থেকে শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত হয়ে বাপের বাড়িতে দীর্ঘ ৪ বছর যাবৎ রয়েছেন। স্বামী কোন ভরণপোষণ দেন না। বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়েও কোন সমাধানসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণীর স্বামী স্ত্রী ভরণপোষণ বাবদ টাকা দিতে শুরু করেছেন।

১৭। **কৌলী সাউ :** স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করে সন্তানসহ আলাদা থাকেন। কোন ব্যয়ভার বহন করে না। কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর স্বামীকে ডেকে খোরপোষের ব্যবস্থা করা হয়। কমিশন থেকে বিষয়টি পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে।

১৮। **রাজলক্ষ্মী মণ্ডল :** আবেদনকারিণী পুত্র ও পুত্রবধূর দ্বারা অত্যাচারিত হয়ে নিজের বাড়ি ছেড়ে কন্যাসহ অন্যত্র ভাড়া বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণী বর্তমানে নিজ গৃহে ফিরে গেছেন এবং বর্তমানে কোন সমস্যা নেই বলে কমিশনকে জানিয়েছেন।

১৯। **রঞ্জিতা রায় :** বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে মনোমালিন্যের শুরু। বিবাহ বিচ্ছেদের সংকল্প নিয়ে নিজের জিনিষপত্র নিয়ে বাপের বাড়িতে চলে আসেন। কমিশনের হস্তক্ষেপে ভুলবোঝাবুঝির অবসান ঘটে। বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী একত্রে ভালো আছেন বলে কমিশনকে জানান।

২০। **স্বাগুপ্তা ইয়াসমিন :** স্বামী হারা, স্বামীর মৃত্যুতে দোকানটি ভাসুরপো দখল করে নেয়। একে অপরের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণী দোকানের চাবিসহ তালিকাভুক্ত জিনিষপত্র ফেরৎ পান।

২১। **বর্ণালী ঘোষ :** কলেজে পাঠরতা, বাবা বৃদ্ধ অসুস্থ, কোন রোজগার নেই। দাদার দোকান। পড়াশুনার খরচ ও খাওয়া পড়া বন্ধর মুখে, এমতাবস্থায় কমিশনের দ্বারস্থ হলে কমিশন থেকে আবেদনকারিণীর পড়াশুনার খরচ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা দাদার কাছ থেকে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে আবেদনকারিণীর দাদা কমিশনের মাধ্যমে বোনকে টাকা দিচ্ছেন।

২২। **হারুনা বিবি :** আবেদনকারিণীর দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে কমিশনে আবেদন করেন। কমিশন উক্ত সমস্যাটি আরক্ষা আধিকারিক পশ্চিম মেদিনীপুরকে জানানো হয়। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণী স্বামীর সঙ্গে সংসার করছেন।

২৩। **আশারানী চৌধুরী :** বৃদ্ধা, চারজন পুত্র বিবাহিত এবং আলাদা। আবেদনকারিণীকে পুত্ররা দেখভাল করে না, বাধ্য হয়ে মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণী নিজ বাড়িতে ফিরে যান এবং পুত্ররা সকলে খোরপোষ দিচ্ছেন।

২৪। **গীতা পণ্ডিত :** বিবাহিত, বাচ্চা হতে দেরি হবার কারণে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেন। স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের ছয় মাসের মধ্যে আবেদনকারিণীর সন্তান হয়। স্বামী ঠিকমতো ভরণপোষণ দেন না, কিন্তু শাশুড়ী-শ্বশুরবাড়িতে থাকতে দেওয়ায় সমস্যা কম থাকলেও বাচ্চার পড়াশুনার জন্য আর্থিক সমস্যা শুরু হয়। কমিশনের হস্তক্ষেপে আবেদনকারিণীর স্বামী বর্তমানে ভরণপোষণ দিচ্ছেন।

২৫। **মিঠু চক্রবর্তী :** বিয়ের পর থেকেই শশুরবাড়িতে যৌতুকাদি কম দেবার কারণে মানসিক অত্যাচার শুরু হয়। ফলস্বরুপ বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কমিশনের হস্তক্ষেপ স্বামী-স্ত্রী একত্রে সংসার করছেন। বর্তমানে উভয়ে ভালো আছেন বলে কমিশনকে জানান।

২৬। **শ্রীমতী কানন মণ্ডল :** আবেদনকারিণী এলাকার লোকেদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। কমিশন আরক্ষা আধীকারিক হাওড়াকে উক্ত অভিযোগ পত্রটির ভিত্তিতে তদন্ত করতে অনুরোধ করা হয়। আরক্ষা আধীকারিক জানান যে চারজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে ধারা ৩৪১/৩২৪/৩৪ আই.পি.সি. মতে চার্জশীট দিয়েছেন।

২৭। **শ্রীমতী পাপিয়া নাথ :** আবেদনকারিণীর পিতা তাকে ভরণপোষণ দিচ্ছে না। গত ২২.১১.০৩ ইং তারিখ পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে মাসিক এক হাজার টাকা করে খোরপোষ ধার্য্য করেন। আবেদনকারিণীর পিতা গত এপ্রিল ০৪ মাসে পাঁচ হাজার টাকা কমিশনে জমা দিয়েছেন এবং আবেদনকারিণী উক্ত টাকা কমিশন থেকে নিয়ে গেছেন।

২৮। **শ্রীমতী মাধবী মজুমদার :** তাদের দাম্পত্য সমস্যার আবেদন কমিশনে জানান। কমিশনের মধ্যস্থতায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনরর্মিলন হয়। এবং স্থির হয় স্বামী প্রতি মাসে আড়াই

হাজার টাকা স্ত্রীকে ব্যাঙ্ক মারফত পাঠাবেন এবং যতশীঘ্র সম্ভব স্ত্রীকে কর্মস্থলে কোয়ার্টারে নিয়ে যাবেন।

২৯। **শ্রীমতী লতিকা রায় :** আবেদনকারিণী তার পুত্রর দ্বারা অত্যাচারিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ জানান। কমিশনের মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষকে ইচ্ছাপত্রে সহি করে ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী সম্পত্তি ভাগের ব্যবস্থা হয়।

৩০। **শ্রীমতী মৌসুমী দত্ত (রায়) :** আবেদনকারিণী স্বামীর বিরুদ্ধে ফৌজতারী মামলা করেন কিন্তু পুলিশ উক্ত মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কমিশনের চিঠিক্রমে পুলিশ আসামীদের গ্রেপ্তার ৪৯৮এ/৪২০/৩৮৪/৩২৩/৩২৫/৩৪ আই.পি.সি. মতে চার্জশীট দেওয়া হয়েছে।

৩১। **শ্রীমতী সুস্মিতা চক্রবর্তী :** আবেদনকারিণী স্বামীর সঙ্গে হায়দ্রাবাদে দাম্পত্য জীবন যাপন করতেন কিন্তু স্বামীর অত্যাচারে বাধ্য হয়ে কলকাতায় ফেরত আসেন। অন্ধ্র মহিলা কমিশনের মাধ্যমে আবেদনকারিণী স্ত্রীধন ফেরত পান ও উভয়পক্ষ আপোশ বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী হন।

৩২। **শ্রীমতী সুমনা চক্রবর্তী :** আবেদনকারিণী স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে হাবরা থানায় মামলা দায়ের করেন কিন্তু স্বামী উক্ত থানা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না করায় কমিশন সি.আই.ডি.-কে তদন্তের ভার দিয়েছেন এবং আবেদনকারিণীর নাম স্বামীর সার্ভিস বুকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

SIX MONTH'S REPORT OF P.L.C.C.

FROM 1ST NOVEMBER 2003 UPTO 30.4.2004

Total number of Cases (Running)	:	1545
Number of Cases Registered (01.11.2003 to 30.04.2004)	:	452
Number of Cases registered (01.01.2004 to 30.04.2004)	:	278
Nature of filed cases	:	
(i) Dowry Death	:	1
(ii) Murder / Un-natural Death	:	5
(iii) Dowry Torture	:	5
(iv) Physical and mental Torture	:	58
(v) Divorce / Maintenance	:	22
(vi) Illicit Connection	:	6

(vii)	Rape / Molestation	:	5
(viii)	Family Dispute	:	89
(ix)	Property Dispute	:	9
(x)	Harassment / Security	:	47
(xi)	Kidnapping / Missing	:	8
(xii)	Miscellaneous	:	18
(xiii)	Sexual Harassment at Work Place	:	5
(xiv)	Suo-Motu	:	12
(xv)	Recommended / Referred	:	

Number of resolved Cases	:	(72 + 23) = 95
Number of Closed Cases	:	68
Referred to C.I.D. for Proper Investigation	:	26
Petition under Process	:	

DISTRICT-WISE NUMBER OF CASES RECEIVED BY THIS CELL
(FROM 01.11.2003 TO 30.04.2004)

1.	Kolkata	...	104
2.	South 24 Parganas	...	85
3.	North 24 Parganas	...	74
4.	Howrah	...	38
5.	Hooghly	...	19
6.	Purba Medinipore	...	22
7.	Paschim Medinipore	...	10
8.	Bankura	...	3
9.	Burdwan	...	15
10.	Purulia	...	2
11.	Nadia	...	10
12.	Birbhum	...	6
13.	Malda	...	4
14.	Murshidabad	...	4

15.	Uttar Dinajpur	...	3
16.	Dakshin Dinajpur	...	?
17.	Jalpaiguri	...	6
18.	Cooch Behar	...	1
19.	Darjeeling	...	1

REFERRED CASES RECEIVED BY THIS CELL

(a)	Orissa	2
(b)	Maharastra	1

❑ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারের ষাণ্মাসিক রিপোর্ট

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক Dr. S. R. Ranganathan-এর ভাষায় "Library is a growing organism." এই কথার সূত্র ধরেই বলি, গ্রন্থাগার সবসময় বিকশিত হয়। বাড়ে পুস্তকের সংখ্যা, বাড়ে পাঠকের সংখ্যা, বাড়ে গ্রন্থাগার পরিষেবা।

রাজ্য মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু সেই ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে। বয়সের দিক থেকে গ্রন্থাগার নবীন হলেও গ্রন্থাগারটি এখন একটি পরিণত গ্রন্থাগার।

প্রথমেই বলি, মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার স্বভাবতই গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থাগার। এর উদ্দেশ্য হল মহিলা ও শিশু সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ও তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করছেন তাদের সাহায্য করা। পাঠকেরা যাতে নির্বিঘ্নে যথাযথভাবে তাদের গবেষণার কাজ করতে পারেন তাই এই গ্রন্থাগারকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। গঠিত হয়েছে লাইব্রেরী কমিটি। সভানেত্রীর নেতৃত্বে কি ভাবে গ্রন্থাগার থেকে আরো উন্নতমানের পরিষেবা পাওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে এই কমিটি পথনির্দেশ করছে। নতুনভাবে গ্রন্থাগারের "Rules and Regulation" তৈরি হয়েছে। গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণভাবে কম্পিউটারাইজ্‌ড করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। গ্রন্থাগারের পরিষেবা বাড়ানোর জন্য মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার গ্রন্থাগার খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, শনিবার গ্রন্থাগার ১১-৫টা অবধি খোলা রাখার ব্যাপারে পাঠকদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেছে।

আমরা গ্রন্থাগারের পরিষেবাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করছি।

১। বই সংক্রান্ত ও পত্রিকা সংক্রান্ত পরিষেবা

পাঠকেরা গ্রন্থাগারে আসেন। তাদের একটি আবেদনপত্র পূর্ণ করতে হয়। তারা পান গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ। গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য কোন টাকা জমা রাখতে হয় না। তাঁরা মহিলা ও

শিশু সংক্রান্ত বই ছাড়াও পান এই বিষয়ে বিভিন্ন সাম্প্রতিকতম তথ্য, বিভিন্ন পত্রিকা, পোস্টার ইত্যাদি। পান বিভিন্ন রাজ্য মহিলা কমিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার রিপোর্ট, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রের বিভিন্ন গবেষণা ও বিভিন্ন সমীক্ষার প্রকাশনা। তারা আরো পান মহিলা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইনের বই, পান শিশু ও মহিলাদের উপর ইউনিসেফ, ইউনিফেম, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের রিপোর্ট ইত্যাদি।

পত্রিকার ব্যাপারে আমাদের গ্রন্থাগার এখনো ততটা সমৃদ্ধ নয়। তবে বর্তমানে নতুন কিছু পত্রিকা কেনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২। মহিলা ও শিশুর বিষয়ে সংবাদপত্রের ক্লিপিংস সংক্রান্ত পরিষেবা

কমিশনের গ্রন্থাগারে বর্তমানে ১০টি সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে আসে। এই সংবাদপত্রগুলি হল—স্টেটসম্যান, টেলিগ্রাফ, টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, আনন্দবাজার, আজকাল, বর্তমান, প্রতিদিন, কালান্তর ও গণশক্তি। নবতম সংযোজন হল হিন্দুস্তান টাইমস্। এই সংবাদপত্রগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সংবাদপত্রের ক্লিপিংস রাখা হয়। যেমন—(১) আইন ও মহিলা, (২) মহিলাদের উপর অত্যাচার ও নিগ্রহ, (৩) মহিলাদের জীবিকা ও স্বনির্ভরতা, (৪) মহিলাদের শিক্ষা, (৫) শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য, (৬) রাজনীতিতে মহিলা, (৭) মহিলা ও সংস্কৃতি, (৮) প্রচার মাধ্যমে মহিলা, (৯) জনসংখ্যানীতি ও মহিলা, (১০) অপরাধ ও মহিলা।

এই গ্রন্থাগারে সংবাদপত্রের ক্লিপিংসের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে মহিলা কমিশন মহিলাদের উপর অত্যাচারের বা শ্লীলতাহানির যে খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে সেই খবরের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন হলে স্বতঃপ্রণোদিত (সুয়োমোটো) মামলা দায়ের করে থাকেন যেটি মহিলা কমিশনের কাজকর্মের অন্যতম পদক্ষেপ।

৩। মহিলা কমিশনের মুখপত্র "নারীকণ্ঠ" ও মহিলা কমিশনের প্রকাশনা সংক্রান্ত পরিষেবা

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র 'নারীকণ্ঠ' তিনমাস বাদে বাদে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা রাজ্যের সকল মন্ত্রী, জেলাশাসক, সভাধিপতি, তথ্য আধিকারিক, সমাজকল্যাণ অধিকর্তা, বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, অন্যান্য রাজ্য মহিলা কমিশন, বিভিন্ন সংবাদপত্রের অফিসে, দূরদর্শন ও বেতার কেন্দ্রে বিনামূল্যে গ্রন্থাগার থেকে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও যদি কেউ এই পত্রিকা পেতে আগ্রহী হন, তাহলে তাঁরা মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রকাশনার ক্ষেত্রে দুটি বই উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হল—

(ক) মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা

(খ) ধর্ষণ ও আইন

এই দুটি বই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার থেকে বিক্রয় ও বিতরণ করা হয়। ইতিমধ্যেই 'মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা' বইটির ৫০০ কপি বিক্রয় ও বিতরণ সমাপ্ত হয়েছে।

এখানে কতকগুলি ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই গ্রন্থাগরের পুস্তক বা অন্যান্য সংগ্রহ কেবলমাত্র কমিশনের সভানেত্রী, কমিশনের সদস্যা, স্ট্যাটাস গ্রুপের সদস্য/সদস্যা এবং সরকারি আধিকারিকদের কাছে ইস্যু করা হয়। বাইরে থেকে আগত পাঠক-পাঠিকাদের পুস্তক বা অন্যান্য সংগ্রহ ইস্যু করা হয় না। তাঁরা কেবলমাত্র গ্রন্থাগারে বসেই তাঁদের পড়াশুনা ও গবেষণার কাজ চালাতে পারেন। প্রয়োজনে গবেষকদের জেরকস্ এর সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগার খোলা থাকে সোম থেকে শুক্রবার এবং মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বেলা ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। গ্রন্থাগারিকেরা তাদের সাধ্যমত পাঠকদের পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার উল্লেখ্য, এশিয়াটিক সোসাইটির বিভিন্ন রিসার্চ স্কলার, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপিকা, বিভিন্ন পত্রিকা অফিস থেকে রিপোর্টাররা তাদের গবেষণার জন্য এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন 'ল' কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের আভ্যন্তরীণ প্রজেক্টের কাজেও এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

গত অক্টোবর, ২০০৩ থেকে এপ্রিল ২০০৪ অবধি নিম্নলিখিত সেন্সাস্ রিপোর্ট, সি.ডি.ও ডাটা-শীট ক্রয় করা হয়েছ যা গবেষণার কাজে গবেষকদের সাহায্য করবে।

Census Reports :

১। Census of India 2001. Series-20. West Bengal, Provisional Population totals. Paper-2 of 2001.

২। Census of India 2001. Series-1. India : Provisional Population totals. Paper-1 of 2001.

Data-Sheet :

৩। Drinking water sources and location. (Data-sheet)

৪। Improvements in sources of drinking water 1981-2001—a perspective. (Data-sheet).

৫। **C.D.**—Census of India, 2001. West Bengal series. Final Population totals—Rural urban distribution of Population. SC & ST.

৬। Census of India—West Bengal, 2001.

এছাড়াও আরও কিছু ডকুমেন্ট কমিশনের মাননীয়া সভানেত্রী মহাশয়া গ্রন্থাগারে দান করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটির তালিকা নীচে দেওয়া হল।

বইয়ের নাম	লেখক/লেখিকার নাম
১। Draft report on 'Guidelines for a course on Feminist Jurisprudence' to be introduced at L.L.B and L.L.M. courses in India.	

বইয়ের নাম	লেখক/লেখিকার নাম
২। Organise against trafficking : a Sanlaap appeal for building resistance against traffic-in-person.	
৩। Theory and practice of ecofeminism in India an analysis.	Manisha Rao
৪। State plan of action for children.	
৫। The girl child in India at a glance.	
৬। Movement against trafficking and sexual exploitation : October special Bulletin, 2001.	
৭। Support for breast-feeding : a training manual on empowering women to breast feed.	
৮। Emerging nutritional trends in India : their implications.	R. Radhakrishna & C. Ravi
৯। My voice shall be heard : Muslim women in India 2003.	Syeda Saiyidain Hameed
১০। The quinacrine debate and beyond : exploring the challanges of reproduction.	

❑ পারিবারিক মহিলা লোক আদালত : (P.M.L.A.)

কলকাতায় অনুষ্ঠিত পারিবারিক মহিলা লোক আদালত (N.U.J.S.)

গত ২২ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গের অনুমতিক্রমে (দি লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটি, আইন ১৯৯৫ মোতাবেক) এবং জাতীয় মহিলা কমিশনের সহায়তায় দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশানাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সে পারিবারিক মহিলা লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এটাই ছিল প্রথম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত।

এই পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে ২২টি কেস পাঠানো হয়। কমিশনের নিজস্ব কেস ১৮টি, ৪টি বিভিন্ন এন.জি.ও.-দের পাঠানো কেস। এই ২২টি কেসকে মোট চারিটি বেঞ্চে ভাগ করা হয়েছিল। প্রত্যেক বেঞ্চে একজন করে মনোনীত বিচারপতি এবং দুইজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন। এছাড়া কমিশনের সভানেত্রীসহ সদস্যারা ও পরামর্শদাতারা প্রয়োজনমতো বিষয়টি দেখাশুনা করেন।

এই ২২টি কেসের মধ্যে ৮টি-তে সুষ্ঠ সমাধান হয়েছে। অনুপস্থিতির কারণে মেটানো যায়নি ৯টি কেস, বিচারাধীন বিষয় ছিল ৪টি, ১টি ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি।

হুগলীতে অনুষ্ঠিত, পারিবারিক মহিলা লোক আদালত :

গত ৩১ জানুয়ারি ও ১লা ফেব্রুয়ারি হুগলীতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে দ্বিতীয় মহিলা লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। এই মহিলা লোক আদালতে কমিশন থেকে ১৪টি প্রাক বিচারাধীন এবং ৩টি বিচারাধীন কেস পাঠানো হয়। এছাড়া জেলা জজ, হুগলী, এই পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে হুগলী জেলার বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন ২৬টি কেস পাঠিয়েছিলেন। স্থানীয় এন.জি.ও. থেকে পাঠানো হয়েছিল ১টি, প্রাক্ বিচারাধীন এবং ৪টি বিচারাধীন কেস। এই পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে পাঠানো প্রাক বিচারাধীন ও বিচারাধীন কেসগুলির নিষ্পত্তি দুদিন ধরে হয়েছিল গত ৩১.১.০৪ ইং তারিখ ১৮টি কেস ৩টি বেঞ্চে এবং ১.২.০৪ ইং তারিখ ৩০টি কেসকে ২টি বেঞ্চে ভাগ করা হয়েছিল। ১৩টি কেসের মীমাংসা হয়। ৩২টি ক্ষেত্রে অপরপক্ষ অনুপস্থিত ছিল, ৩টি ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সমস্যা মেটানো যায়নি।

কুচবিহারে অনুষ্ঠিত, পারিবারিক মহিলা লোক আদালত :

গত ২২ ফেব্রুয়ারি কুচবিহার কোর্ট প্রাঙ্গনে তৃতীয় পারিবারিক মহিলা লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। আদালত থেকে ৩০টি বিচারাধীন কেস এখানে আলোচনা করা হয়। তিনটি বেঞ্চে কেসগুলিকে ভাগ করা হয়। ১০টি কেস মীমাংসা হয়, ১৬টি কেসে ব্যাক্তিরা অনুপস্থিত থাকার ফলে কোন সমাধান করা যায়নি, ৪টি ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সমস্যা মেটানো যায়নি।

পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে মামলার নিষ্পত্তিগত পরিসংখ্যান

জেলার নাম	বিচারাধীন				প্রাক বিচারাধীন			
	বেঞ্চের সংখ্যা	কেসের সংখ্যা	নিষ্পত্তি-করণ	অনুপস্থিতি	বেঞ্চের সংখ্যা	কেসের সংখ্যা	নিষ্পত্তি-করণ	অনুপস্থিতি সংখ্যা
কলকাতা	—	—	—	—	৪	২২	৮	৯
হুগলী	২	৩০	১	২০	৩	১৯	৫	১২
কুচবিহার	৩	৩০	১০	১৬	—	—	—	—

❑ ডাইনী হত্যা ও ডাইনী অপবাদে অত্যাচারের ঘটনায় মহিলা কমিশনের স্বতঃপ্রণোদিত তদন্ত ঃ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন স্বঃপ্রণদিত হয়ে 'ডাইনী হত্যা' ও 'ডাইনী অপবাদে অত্যাচার' ঘটনার তদন্তে জানা যায়—

১। লক্ষ্মী হেমব্রম ৭০ বয়সের বৃদ্ধাকে ডাইনী সন্দেহে হত্যা করা হয়, থানা-রায়গঞ্জ, জেলা-উত্তর দিনাজপুর।

কমিশনের হস্তক্ষেপের পর জেলা আরক্ষা আধিকারিক জানান যে উক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তিনজনকে ধারা ৩০২/৩৪ আই.পি.সি. মতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

২। কাননবালা বেসারা ৬৫ বয়সের বৃদ্ধাকে ডাইনী সন্দেহে হত্যা করা হয়। থানা-কেশপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

কমিশনের হস্তক্ষেপের পর জেলা আরক্ষ আধিকারিক জানান যে উক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আট জনের মধ্যে চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধারা ১৪৬/১৪৮/১৪৯/৩০২ আই.পি.সি. মতে এভাবে বাকী চার জনের জন্য গ্রেপ্তারী পারোয়ানা জারি করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে শান্তি বজায় রাখার জন্য।

৩। চুড়কি মারডি, বয়স ৫০ মহিলাকে তারই বাড়ির উঠানে ডাইনী সন্দেহে হত্যা করা হয়, থানা-হাবিবপুর, জেলা-মালদা।

পুলিশ উক্ত ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করেন এবং ধারা ৩০২/৩৪ আই.পি.সি. চার্জশীট দেওয়া হয়েছে।

৪। শ্রীমতী বদনী টুডু ওরফে মূর্মু। গ্রাম-জগৎপুর, থানা-পুঞ্চা, জেলা-বাঁকুড়া শিবাসীকে এলাকার কিছু লোক 'ডাইনী' হিসাবে ঘোষণা করে শাস্তিস্বরুপ নগদ টাকা ৬৫০০-৭০০০ টাকা অথবা দুই বিঘা জমি।

শ্রীমতী বদনী টুডু ওরফে মূর্মূ থানা/প্রসাসনের দ্বারস্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শ্রীমতী টুডুকে কোন টাকা/জমি দিতে হয়নি।

প্রশাসনের তরফ থেকে প্রচার ও উক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ জেলা ও জেলা সংশোধনাগার পরিদর্শন

উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিদর্শন :

গত ৩০ নভেম্বর ২০০৩ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী যশোধরা বাগ্চী, সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সদস্য-সচিব বিন্দু জুৎসি এবং সদস্য সর্বাণী ভট্টাচার্য ও মীরাতুন নাহার উত্তর

২৪ পরগণা জেলা পরিদর্শনে যান। জেলায় মহিলাদের অবস্থান এবং নারী-সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলায় কী ধরনের কর্মসূচি গৃহীত হচ্ছে সেসব বিষয়ে আলোচনার জন্য সেদিন জেলা-প্রশাসকের কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সভাধিপতি শ্রীমতী অপর্ণা গুপ্ত বলেন, জেলায় লিগ্যাল এইড কমিটি রয়েছে। পঞ্চায়েত পৌরসভায় মেয়েদের আশ্রয়স্থল হয়েছে। কেস চলাকালীন খোরপোষ চালু করা হয়েছে এই জেলায়। বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা বন্ধ করা যাচ্ছে না কিছুতেই। বিভিন্ন সংগঠন যারা নারীবিষয়ক সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। জেলা প্রশাসক শ্রী এইচ. কে. দ্বিবেদী বলেন, জেলায় এন. জি. ও.-রা খুবই সক্রিয়। মেয়েদের অধিকাররক্ষা কমিটি নেই। শীঘ্র গড়ে তোলা হবে। পণপ্রথা নিবারণ সেল সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে পারেননি। নারী পাচার সমস্যা ভয়াবহ। এস. পি. শ্রী বাসুদেব বাগ নারীনির্যাতন, পণপ্রথা, নারীপাচার প্রভৃতি সমস্যা-বিষয়ক অপরাধ ও অপরাধীদের সম্পর্কে একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। পণপ্রথা প্রসঙ্গে কন্যার অভিভাবকদের অসহযোগিতার কথাও উঠে আসে। সি. এম. ও. এইচ. বললেন, পি. এন. ডি. টি. অ্যাক্ট-এর সঙ্গে নতুন সংযোজন প্রিকন্‌সেপশন। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন সক্রিয় হওয়া যায়নি। রেকর্ড পাওয়া যাচ্ছে না। নিয়ম-সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জন্মনথিভুক্তির প্রক্রিয়াও কার্যকরী করা যাচ্ছে না।

সভায় উপস্থিত বিভিন্ন নারীসংগঠন-প্রতিনিধিরা জেলা-প্রশাসন, পুলিশ এবং আইনী বিষয়ে সহযোগিতার অভাবে তাঁদের অসহায়তার কথা জানালেন। এবিষয়েই মেয়েদেরকেই সক্রিয় হতে হয় এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা না পেলে তাঁরা প্রায়শই হতাশার শিকার হয়ে পড়েন।

—মীরাতুন নাহার

হুগলী জেলা পরিদর্শন :

গত ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ হুগলি জেলার চুঁচুড়াতে অনুষ্ঠিত হয় মহিলা কমিশন আহূত সভা। এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—(ক) নারী-অধিকার রক্ষা মূলক জেলা কমিটির রিপোর্ট (খ) পণপ্রথাজনিত ঘটনা (গ) প্রি-ন্যাটাল ডায়গনস্টিক টেকনিক অ্যাক্ট, ১৯৯৪ (ঘ) জেলায় জন্ম-মৃত্যু বিষয়ক রেজিস্ট্রেশনের স্টেটাস। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতী রোশ্‌নি সেন, পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট অজয় কুমার, সহকারী জেলা-প্রশাসক, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক শ্রীমতী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন নারী সংগঠন, বিভিন্ন এন. জি. ও এবং সভাধিপতি শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রীমতী রোশ্‌নি সেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেন মহিলা কমিশনের সভানেত্রী শ্রীমতী যশোধরা বাগচী। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশান বাধ্যতামূলক করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হুগলিতে দ্বিতীয় পারিবারিক লোক-আদালত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন—'ঐতিহাসিক

ঘটনা' বলে অভিহিত করেন তিনি। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিবেদনে মহিলা-সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলায় 'মৈত্রী' সেলের সক্রিয়তার কথা উল্লেখ করেন। বাল্যবিবাহ রোধ করা সম্ভব হয়েছে জেলায়। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সক্রিয়। আইনি সচেতনতা প্রসারের জন্য 'আমাদের আইন' বইটি বিলি করা হয়। নারী-পাচারের বিষয়ে সেমিনার সংঘটিত হয়েছে। পণপ্রথা বিষয়ে তিনি বলেন, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ জরুরী। পণ নেওয়ার অভিযোগ আসে না। ফলে এ বিষয়ে ভাল কাজ করার দাবী করা যাচ্ছে না। তবে 'পণ নিষিদ্ধ' দিবস পালিত হয়েছে। জেলা-প্রশাসক বললেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠী অনেক হয়েছে এবং তারা সক্রিয়। সর্বশিক্ষা অভিযানের ফলে সত্তর হাজার থেকে ড্রপ আউট-এর সংখ্যা ত্রিশ হাজারে নামানো সম্ভব হয়েছে। বিবাহ নথিভুক্তিকরণও ভালই এগোচ্ছে। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয় বিষয়ক আইন পালন নিয়ে বক্তব্য রাখলেন ডা. নায়েক। তিনি বললেন, মা'দের সভা বসে। বাবাদের সভা হওয়াও জরুরী। তিনি আই. সি. ডি. এসের কাজের বিবৃতি দিলেন। জেলা-প্রশাসক রোশ্‌নি সেন সচেতনতা প্রসারের কাজে পঞ্চায়েতকে বেশি করে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে বন্দে-মাতরম স্কিম চালু হবে জানালেন তিনি। পুলিশ প্রশাসককে বিস্তারিত রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য বলা হলো। সভাধিপতি শ্রীমতী কৃষ্ণা ব্যানার্জী নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। মেয়েদের স্বনির্ভর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে জেলায়—জানালেন তিনি। কয়েকজন প্রতিনিধি থানার নিষ্ক্রিয় ভূমিকার কথা বলেন। রোশ্‌নি সেন বললেন, থানার অনেক অসুবিধা আছে একথা সত্য। তথাপি থানার নিষ্ক্রিয়তা উচিতকর্ম নয়। থানা প্রতিনিধি বললেন, অনেক সময় নির্যাতিতা মেয়েদের সামাজিক জীবনের অসুবিধার কথা ভেবেই অনেক কিছু করা থেকে থানাকে নিরস্ত থাকতে হয়। লিগাল এইড কমিটির আইন-বিশেষজ্ঞ বলেন, কাজ খুব কম হচ্ছে। সর্বক্ষণের কর্মীর বড়ো অভাব। জেলা প্রশাসনের হাতে থাকাকালীন সময়ে অবস্থা ভাল ছিল। এখন অবস্থার অবনতি ঘটেছে। ৪৯৮(ক) ধারার আইন সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে বললেন তিনি। শ্রীমতী বাগ্‌চী প্রতিবাদে বলেন, আইন করাতে অসুবিধা হয়নি তবে আইন কার্যকর না হওয়াতে ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে মত বিনিময় ঘটে এবং জেলা প্রশাসক সমাপ্তিভাষণ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন। সভার শেষে হুগলি জেলা থেকে কমিশনে প্রাপ্ত কিছু কেসের সালিশি পরামর্শ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। হুগলি জেলা সফর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত সভা এবং সালিশি পরামর্শদান দুটি পর্বেই উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রীসহ সহ-সভানেত্রী শ্রীমতী রমা দাস, সদস্যবৃন্দ শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য, গৌরিকা ঘোষ, শ্যামশ্রী দাস, ভগবতী মণ্ডল, মীরাতুন নাহার ও সদস্য-সচিব শ্রীমতী বিন্দু জুৎসী।

হুগলী জেলা সংশোধনাগার পরিদর্শন :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা গত ১/২/২০০৪ তারিখে হুগলি জেলা ও জেলা সংশোধনাগার পরিদর্শন করেন। সংশোধনাগারে বন্দী মহিলাদের কেসগুলি বিষয়ে তাদেরই সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিভিন্ন পরামর্শ কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয় সেদিন। এছাড়াও ওই সংশোধনাগারে মহিলা বন্দিনীগণের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কেও তারা খোঁজখবর নেন।

কুচবিহার জেলা পরিদর্শন :

জেলা পরিদর্শনের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী 'প.বঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী যশোধরা বাগচী, সহ-সভানেত্রী রমা দাস, এবং সদস্যা—গৈরিকা ঘোষ, মীরাতুন নাহার, ভারতী মুৎসুদ্দি, সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী দাস, ভগবতী মণ্ডল এবং সদস্যসচিব বিন্দু জুৎসী ২১.২.০৪ তারিখে কুচবিহার জেলা পরিদর্শন করেন। প্রশাসনের এ. ডি. এম ; এস. পি ; এবং প্রশাসনিক আইন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগের প্রধান, পঞ্চায়েত সভানেত্রী, সভাধিপতি, বিভিন্ন জনসংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কলেজের অধ্যক্ষা, অধ্যাপিকা, স্কুলের শিক্ষিকা, সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দ মহিলা কমিশনের সদস্যাদের সঙ্গে জেলা সম্পর্কিত আলোচনায় বসেন। পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে নারীর আইনি অধিকার, পণপ্রথার চেহারা, ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ-বিরোধী আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলির আভ্যন্তরীণ চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জেলাস্তরে নারী অভিযোগ কেন্দ্রের কাজ প্রশংসনীয় এবং আশাপ্রদ। তবে থানাস্তরে অভিযোগকেন্দ্র নেই। পণপ্রথা নিরোধক আইন সম্পর্কিত কমিটিও পুনর্গঠিত হওয়ার মুখে। ভ্রূণপরীক্ষা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা বিধি জেলার সর্বত্র পালিত হয় বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিক সমস্যা, নারী পাচার ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয় এবং সমস্যাগুলির সমাধানে তৎপর হওয়ার জন্য কমিশন প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেন। যৌতুক তালিকা, বিবাহ নিবন্ধীকরণ, জন্ম নিবন্ধীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাগ্রহণের সুপারিশও কমিশনের পক্ষ থেকে করা হ'য়েছে।

কমিশনের সহ-সভানেত্রী রমা দাস, সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি, সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্যামশ্রী দাস, গৈরিকা ঘোষ, মীরাতুন নাহার, ভগবতী মণ্ডল প্রশাসনের সামনে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে ধরেন—এবং সেই প্রশ্নের ভিত্তিতে প্রশাসন, বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি এবং কমিশন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা হয়। স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে জেলা অভিযোগকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতা থাকলেও থানাতে নারী নিগ্রহজনিত এফ. আই. আর, বা জি. ডি নেবার ব্যাপারে অনেক সময়ে গড়িমসি থাকে।

সভানেত্রী যশোধরা বাগ্‌চী স্থানীয় প্রশাসন এবং সংগঠন প্রতিনিধি ও জনসাধারণের মিলিত প্রয়াসে যে সুস্থ, সুষ্ঠু ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে এ আশা প্রকাশ করেন।

—গৈরিকা ঘোষ

❑ সরকারি হোম পরিদর্শন

লিলুয়া হোম পরিদর্শন রিপোর্ট :

গত ২০/৩/০৪ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল লিলুয়া হোম পরিদর্শন করেন। ঐ প্রতিনিধিদলে ছিলেন সহসভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা ডঃ গৈরিকা ঘোষ, ভগবতী মণ্ডল, শ্যামশ্রী দাস এবং সর্বাণী ভট্টাচার্য।

লিলুয়া হোমে বর্তমানে Observation-এ ৮৩ জন, Rescueতে ১৩২, Foundling baby-তে ৯ জন, After Care-এ ১৭ জন মহিলা আছে। এখানে মেয়েরা চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে। এছাড়া হাতের কাজ, ক্যারাটে ইত্যাদিও তারা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে শিখছে। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানও হয়েছে। তাতে হোমের মেয়েরা যোগদান করেছে। তবে কিছু সমস্যাও আছে। যেমন কেরলের একটি মেয়ে দীর্ঘদিন এখানে আছে, কিন্তু ঠিকানা বলতে না পারার কারণে মেয়েটি দীর্ঘদিন হোমে রয়ে গেছে। আমরা কেরালা মহিলা কমিশনের মাধ্যমে তাকে নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে দিতে চাই। এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থার কিছু অসুবিধা আছে। এবিষয়ে আমরা যথাযোগ্য জায়গার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমরা জানি, এসব মেয়েরা সমাজবিচ্ছিন্ন পরিবারবিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে আসে, কিন্তু প্রতিনিয়তই জীবনের মূলস্রোতে ফিরে যাওয়ার জন্য এদের রয়েছে এক আকূতি। এবিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

—সর্বাণী ভট্টাচার্য

কোচবিহার হোম পরিদর্শন রিপোর্ট :

শহীদ বন্দনা মহিলা স্মৃতি আবাস

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল শহীদ বন্দনা মহিলা স্মৃতি আবাস পরিদর্শনে যান। ঐ প্রতিনিধিদলে ছিলেন সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগচী, গৈরিকা ঘোষ, সর্বানী ভট্টাচার্য, ভগবতী মণ্ডল। তাঁরা জানতে পারেন যে, বর্তমানে আবাসে—দুঃস্থ আবাসিক ১০০ জন এবং আদালত সম্পর্কিত ৫০ জন : সর্বমোট ১৫০ জন মহিলার থাকার ব্যবস্থা আছে।

২১.০২.২০০৪ তারিখে উপস্থিত ছিলেন—

দুঃস্থ আবাসিক	১৮ জন
অনুপস্থিত ছিল	৩ জন
আদালত সম্পর্কিত	১৫ জন
উপস্থিত	১৫ জন
অনুপস্থিত	—
মোট সংখ্যা	৯৩ জন।

এদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ২৮ জন। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে এমন ছাত্রীর সংখ্যা ১০ জন। নবম ও দশম শ্রেণিতে পড়ে এমন ছাত্রীর সংখ্যা ২৫ জন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ে এমড়ন ছাত্রীর সংখ্যা ৫৩ জন।

সেদিন ক্লাস VII এবং VIII-এর ছাত্রীরা স্কুলে চলে যান। এখানে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি হয়। শিশু শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা এখানে থাকেন। আবাসনের সুপারিনটেন্ট কল্পনা সাহা একাই সবসময়ে থাকেন বাকী সবাই স্থানীয় তাই বাড়ির থেকে আবাসনে কাজকর্ম করেন। এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে কম্পাউন্ডার ও স্থানীয় এস.সি. পণ্ডিত নামে অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার আছেন। প্রতি একমাস অন্তর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান, প্রতিষেধকগুলো নিয়মিত দেওয়া হয়। বাইরের ডাক্তার দিয়ে বড় ধরনের অসুখ হলে দেখানো হয়। একজন নার্সও আছেন।

আদালত সম্পর্কিত ৪ জনের মধ্যে একজন মহিলা মাধ্যমিক দিচ্ছেন। এই আবাসনের ছাত্রীদের জন্য সাপ্তাহিক কাজের তালিকা রয়েছে।

এই আবাসনের মেয়েরা পড়াশুনো ভাল করে শেখে। গান শেখানো হয়। গানের শিক্ষিকাও আসেন। হাতের কাজ শেখানোর জন্য ব্যবস্থা রয়েছে, পড়াশুনো করার জন্য হাতের কাজে সময় দিতে পারে না, তবে আদালত সম্পর্কিত মেয়েরা মাদুর বোনার কাজ ভাল করে। এই আবাসনের ছাত্রীদের মধ্যে যারা অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ মেয়েদের I.C.D.S.-এর দপ্তরে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী হিসাবে কাজ পেয়েছেন আর উচ্চমাধ্যমিক পাশ মেয়েরা নার্সিং এর কাজ পেয়েছেন। হোমের মেয়েরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, যা কমিশনের সদস্যদের মুগ্ধ করেছে। কমিশনের সদস্যারা মনে করেন খেলার মাঠ ও কৃষিকাজের অর্থাৎ বাগান চাষের জন্য চাষ জমি থাকলে ভাল হয়।

—ভগবতী মণ্ডল

কুচবিহার সংশোধনাগার পরিদর্শনের রিপোর্ট :

গত ২১.২.২০০৪ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যাগণ কুচবিহার জেলা পরিদর্শনে যান। ওই পরিদর্শনকালে কমিশনের চারজন সদস্যা সহ-সভানেত্রী রমা দাস, গৈরিকা ঘোষ, শ্যামশ্রী দাস ও ভারতী মুৎসুদ্দি কুচবিহার সংশোধনাগারে যান। কমিশনের সদস্যাদের সংশোধনাগারের আবাসিকা মহিলারা গান গেয়ে ও ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। গানগুলি খুবই ভাল হয়। শেষের গানটি পরিবেশিত হয় তাঁদের নিজস্ব উপভাষায়। পরিদর্শনকালে সদস্যাগণ সংশোধনাগারের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, মহিলা বন্দিনীগণ এবং মহিলা আবাসনের ভারপ্রাপ্ত মহিলা আধিকারিকের সাথে কথা বলেন, সকলের সাথে কথা বলে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সদস্যাগণের গোচরে আসে—

(১) ওই সংশোধনাগারে মোট ৩০ জন মহিলাকে রাখার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে রয়েছেন ২৮ জন।

(২) সকল আবাসিকার ব্যবহারের জন্য একটি মাত্র শৌচাগার আছে। স্নানাগার রয়েছে বাইরে। ওপরে কোনো ছাদ নেই, খোলা জায়গায় পর্দা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে।

(৩) শয্যাদ্রব্য হিসাবে শীতকালে দেওয়া হয় ৫টি কম্বল, গ্রীষ্মকালে ২টি।

(৪) বিনোদনের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই।

(৫) বন্দিনীদের রক্ত পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই।

(৬) পানীয় জলের জন্য টিউবওয়েল আছে।

(৭) বন্দিনীদের জন্য 'আইনি পরিষেবা'র ব্যবস্থা আছে।

(৮) মহিলা আবাসন সংশোধনাগারের আধিকারিকের বাসস্থানের নিকটে এবং আইন মোতাবেক পুরুষ বন্দীগণের আবাসন থেকে পৃথক চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশদ্বার অবস্থিত।

উপরোক্ত তথ্যগুলি বিবেচনা করে কমিশন সংশোধনাগারের মহিলা আবাসিকদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করছেনা—

(১) মহিলা আবাসিকগণের জন্য আরও দুইটি শৌচাগার ও পাকা স্নানাগার তৈয়ারি করতে হবে।

(২) গ্রীষ্মকালে শয্যাদ্রব্য হিসাবে শতরঞ্চি দিতে হবে।

(৩) পানীয় জলের জন্য 'অ্যাকোয়া গার্ডে'র ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) বন্দিনীদের নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) বিনোদনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

—ভারতী মুৎসুদ্দি

❑ রাজ্যে নারী-নির্যাতনের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সরেজমিন তদন্ত ও রিপোর্ট

০৮.১১.২০০৩ তারিখে কমিশনের সহসভানেত্রী ডঃ রমা দাস ও সদস্যা শ্যামশ্রী দাস, সুচেতাদেবীর উপর নির্যাতনের যে অভিযোগ কমিশনের অফিসে জমা পড়েছিল তার ভিত্তিতে সুচেতাদেবীর বাড়িতে সরেজমিন তদন্তে যান।

গাইঘাটা-সুটিয়ার নির্যাতিতা মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

৩০.১১.২০০৩ তারিখে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী, সদস্য-সচিব এবং দুইজন সদস্যের উত্তর ২৪ পরগণা পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিদল জেলা পরিদর্শনের শেষ পর্বে সুটিয়া যান। সেখানে স্কুল-ঘরে উপস্থিত ছিলেন সমাজবিরোধীদের দ্বারা অকথ্যভাবে অত্যাচারিত কয়েকজন মহিলা। তাদের মুখে সেদিন কিছুটা আনন্দের প্রকাশ দেখা গেলেও পূর্ণ স্বস্তির আভাস মেলেনি। তারা কারাবন্দী অপরাধীদের সহযোগী যারা এখনও সমাজে বসবাস করছেন তাদের হুমকিতে সন্ত্রস্তভাব কাটাতে পারছেন না। সুটিয়া প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষে বক্তব্য রাখেন শ্রী জিতেন বালা। স্কুলপ্রাঙ্গণে সমবেত বহু গ্রামবাসীদের সহমর্মিতা এবং পূর্ণ সহযোগিতার কথা জানান কমিশনের পক্ষে—যশোধরা বাগচী, রমা দাস, সর্বাণী ভট্টাচার্য এবং মীরাতুন নাহার।

—মীরাতুন নাহার

১৪.১২.২০০৩ তারিখে কমিশনের সদস্যা শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস বিরাটি, উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা শ্রীমতী স্নিগ্ধা দত্ত ও স্বামী সমীরণ দত্তের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন।

জয়নগর থানার অন্তর্গত তারানগর গ্রামের বাসিন্দা ৯ জন মহিলার উপর আক্রমণ ও শ্লীলতাহানি সংক্রান্ত ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট —ভারতী মুৎসুদ্দি

২২.১১.২০০৩ তারিখে বিভিন্ন সংবাদপত্র সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকায় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির ২১.১২.২০০৩ তারিখে পাটুলীতে অনুষ্ঠিত ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে যোগ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মহিলাদের উপর আক্রমণ ও শ্লীলতাহানির খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যাগণ ডঃ রমা দাস, ডঃ গৈরিকা ঘোষ, ভারতী মুৎসুদ্দি, শ্যাসশ্রী দাস ও ভগবতী মণ্ডল ঘটনাস্থলে যান ও ঘটনা সম্বন্ধে বিশদ তদন্ত করেন উক্ত তদন্তে যে তথ্য জানা গেছে তা নিম্নরূপ ঃ

কমিশনের সদস্যাগণ প্রথমে জয়নগর থানায় যান। সেখানে তারা দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীদেবকুমার গাঙ্গুলী সহ-অফিসার-ইন-চার্জ ও ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সাথে কথা বলেন। শ্রীগাঙ্গুলী বলেন যে ২১.১২.২০০৩ তারিখে রাত ৯-১০ নাগাদ জয়নগর থানায় যোগেশ ঘোষ নামে একজন সি.পি.আই.এম.-এর নেতা খবর দেন যে 'ভবানী মারি মোড়ে ট্রেকার থামিয়ে যাত্রীদের জিনিষপত্র লুট হয়েছে। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে ও.সি., সি.আই. ও এস.ডি.পি.ও. ঘটনাস্থলে যান ও তদন্ত শুরু করেন।

তারা ওই রাতে শ্রীমধুসূদন প্রামাণিক ও তার স্ত্রী শ্রীমতী শুভ্রা প্রামানিক যারাও আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের সাথে কথা বলেন। শ্রীপ্রামানিক বলেন তিনি সমাবেশ ফেরৎ মহিলাদের 'দাড়া' থেকে ট্রেকারে তুলে দেন ও কিছু পরে 'মোটরবাইকে' স্ত্রীসহ বাসস্থানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। 'ভবানী মারি'র মোড়ে এসে তারা দেখেন যে ওই ট্রেকারটি থামিয়ে লুঠতরাজ চলছে। তাদের কাছে যা ছিল তাও ওই লুঠেরা কেড়ে নেয়।

পরের দিন আই.ও. শ্রী বি. কে. দে আক্রান্ত ৯ জন মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। ওই মহিলাদের ৮ জন বেলেদুর্গানগর গ্রামে পঞ্চায়েতের তারানগর গ্রামের বাসিন্দা। একজন ভবানীমারির বাসিন্দা। ওই মহিলা হলেন যথাক্রমে তারানগর ঃ

১। বাসন্তী সর্দার, স্বামী শুকদেব বৈরাগী।

২। রাধারানী সর্দার, স্বামী মুকুন্দর সর্দার।

৩। কদম সর্দার, স্বামী অষ্ট সর্দার।

৪। যমুনা সর্দার, স্বামী দুলাল সর্দার।

৫। সারথী সর্দার, স্বামী নন্দ সর্দার।

৬। ফুলেশ্বরী সর্দার, স্বামী বাদল সর্দার।

৭। প্রমিলা সর্দার, স্বামী দেবুবাবু।

৮। শুভ্রা প্রামাণিক, স্বামী মধুসূদন প্রামানিক।

ভবানীমারি ঃ

১। চন্দ্রাবতী মণ্ডল, স্বামী সুশীল মণ্ডল।

পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে "উক্ত মহিলারা বলেছেন যে তাদের গরম পোষাক, গহনা, টাকা-পয়সা, ট্রেকার থামিয়ে ৮-৯ জন লোক মিলে কেড়ে নিয়েছে। ওই ট্রেকারকে রাস্তায় গাছের গুড়ি ফেলে আটকান হয়েছিল। ওই মহিলারা কেউ কেউ বলেন যে পাইপগান দেখিয়ে তাদের গা থেকে গরম পোষাক ও গহনা দুবৃত্তরা কেড়ে নেয়। অন্যরা বলেছেন যে তারা ভয় পেয়ে তাদের জিনিষপত্র দিয়ে দেন।

এই ঘটনার পরে মোট ৬ জন গ্রেপ্তার হয়েছে. (১) গৌতম হালদার, (২) হাবিবুলা মোল্লা, (৩) ঝোরো হালদার, (৪) ইব্রাহিম ওরফে ইব্রা, (৫) বিশ্বনাথ সর্দার ও (৬) হান্নান নস্কর। এর মধ্যে বিশ্বনাথ সর্দার "রেকর্ডে ক্রিমিনাল", ইব্রাহিমের কাছ থেকে পাইপগান পাওয়া গেছে। তিনজনের কাছ থেকে লুটের কিছু গহনা ও অন্যান্য জিনিষ উদ্ধার হয়েছে।

থানা থেকে সদস্যাগণ বেলেদুর্গানগর গ্রামে পঞ্চায়েতের অধীনে তারানগর গ্রামে যান ও আক্রান্তদের সাথে কথা বলেন। জিজ্ঞাসাবাদ করে মধুসূদন প্রামানিকের কাছ থেকে লুটের বিবরণ পান। তার স্ত্রী শুভ্রা প্রামানিক বলেন মেয়েদের ব্লাউসে হাত ঢুকিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে। মধুসূদন প্রামানিকের বাড়িতে আক্রান্ত মহিলারা আসেন ও সদস্যাগণকে তাদের নিগ্রহের বিবরণ দেন।

১। শ্রীমতী কদম সর্দার বলেন যে তার সোনার কানের দুল, নাকছাবি ও রুপোর হার দুর্বৃত্তরা খুলে নেয়। ব্লাউজের ভিতরে হাত দিয়ে ২০০ টাকা বার করে নেয় ও কাপড় খুলে দেয়, গরম চাদর খুলে দেয়। পরে আবার সেই কাপড় পরে তিনি বাড়ি ফেরেন।

২। প্রমীলা সর্দার বলেন যে তার ব্লাউজের ভিতরে হাত দিয়ে টাকার ব্যাগ বার করে নিয়েছে। গরম পোষাক ও গহনা ও শরীর থেকে খুলে নিয়েছে। কাপড়ও খুলে নিয়েছিল, পরে কাপড় পড়ে তিনি বাড়ি ফেরেন। যমুনা সর্দার ও বাসন্তী বৈরাগী ও সারথী সর্দার বলেন যে তারা পাইপগান দেখে নিজে থেকেই গহনা, গরম পোষাক খুলে দিয়েছিল।

৩। চন্দ্রাবতী মণ্ডল, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যা। তিনিও ওই ট্রেকারে সমাবেশ থেকে ফেরার পথে অন্যান্যদের সাথে আক্রান্ত হন। তিনি দুর্বৃত্তদের অস্ত্রের সামনে গরম পোষাক, গহনা দিয়ে দেন। তিনি বলেন যে পরিবেশ খুব সন্ত্রস্ত। নিরাপত্তা নেই। এই জন্য এই ঘটনা সম্বন্ধে থানায় এফ.আই.আর. করেননি।

৪। ফুলেশ্বরী সর্দার বলেন যে তার শরীর থেকে গহনা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। পরনের রাজকোট শাড়ী খুলে নিয়ে যায়। তখন তার পরনে শুধুমাত্র ব্লাউস ও শায়া ছিল। একজন মাটি কাটার মজুর তার অবস্থা দেখে একটি কাঁথা দেয় ও সেই কাঁথা জড়িয়ে ফুলেশ্বরী লজ্জা নিবারণ করেন ও বাড়ি ফেরেন। কাঁথা জড়িয়ে বাড়ি ফেরার জন্য তার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির অন্যান্য সদস্যগণ তার সাথে বিরূপ ব্যবহার করছেন। স্বামীকে তারপরে তিনি দেখেননি। তার মা ও বাবা বলেছেন এমন মেয়ে তাদের চাই না। ফুলেশ্বরী অপরিসীম অসম্মান ও যন্ত্রণার স্বীকার হয়েছেন। তিনি বলেন তার থাকার কোন জায়গা থাকলে তিনি সেখানে চলে যেতেন।

অন্যান্য মহিলারাও বলেন যে পরিবারের সদস্যগণ তাদের সাথে বিরূপ ব্যবহার করছেন।

উপস্থিত মহিলাগণ ও শ্রীমধুসূদন প্রামাণিকের সাথে আলোচনা শেষে সদস্যাগণ জয়নগর থানায় ফিরে আসেন। থানায় ফেরার পথে শ্রীমতী গৈরিকা ঘোষ ও শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দীর সাথে শ্রীমতী কুমকুম সরকার নাম্নী একজন মহিলা কথা বলেন। তিনি নিজেকে এস.ভি.সি. দলের কর্মী বলে পরিচয় দেন ও বলেন যে তিনি জয়নগর মিউন্যাসিপালিটির একজন নির্বাচিত কমিশনার। সদস্যাদের কাছে তার বক্তব্য বলার জন্য তিনি তাদের সাথে গাড়িতে আসেন। তার মূল বক্তব্য ছিল এই এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ ট্রেকার থামিয়ে লুটতরাজ চলছে। যারা এই কাজ করছে তাদের তিনি শাস্তি চান। তাকে প্রশ্ন করা হয় যে এই ধরনের অপরাধ ঘটছে জানা সত্ত্বেও জয়নগর থানায় তারা কেন কোন অভিযোগ দায়ের করেননি? অথবা করছেন কিনা? এই প্রশ্নগুলির কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে থানাতে খোঁজ নিয়ে জানা যায় বর্তমান ঘটনা ছাড়া পূর্বতন ট্রেকারের যাত্রীদের লুটতরাজ করার কোনও অভিযোগ থানায় দায়ের হয়নি। থানার অফিসার-ইন-চার্জ বলেন মাঝে মাঝে তিনি এই ছোটখাট ছিনতাই হচ্ছে বলে শুনেছেন কিন্তু অন্য কোনও অপরাধের কথা জানেন না।

আক্রান্ত মহিলাগণ, শ্রীমধুসূদন প্রামানির ও শ্রীমতী কুমকুম সরকারের বক্তব্য থেকে আমরা নিম্নোক্ত তথ্য সম্পর্কে অবহিত হই ঃ

১। কুলতলি বিধানসভা এলাকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিশেষ করে দাড়াগ্রাম থেকে দীর্ঘ ২০-২৫ কিলোমিটার পথে দীর্ঘদিন যাবৎ ট্রেকার থামিয়ে লুট হচ্ছে।

২। অভিযোগ করলে জীবনহানি হবে এই ভয়ে কেউ জয়নগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি।

৩। স্থানীয় প্রশাসন এই সকল অপরাধকে নিবারণ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে কোন লিখিত দাবী করেননি। অথবা অভিযোগ দায়ের করেননি।

৪। বিস্তার্ণ এলাকা জুড়ে অসামাজিক ব্যক্তিরা যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তার খবর থানার আধিকারিক রাখেন না।

৫। ঐ এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দল যারা বর্তমানে পঞ্চায়েত অথবা বিধানসভায় প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন তারা কি উদ্যোগ নিয়েছেন তা তাদের একজন নির্বাচিত সদস্যা কমিশনের কাছে বলতে পারেননি। থানাতেও সেই সংক্রান্ত কোন নথি নেই।

উপরোক্ত তথ্য থেকে আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করছি ঃ

১। অবিলম্বে উপদ্রুত এলাকায় পুলিশের ফাঁড়ি বসাতে হবে।

২। দাড়াগ্রাম থেকে মহিষমারি অবধি বিস্তীর্ণ পথে পর্যাপ্ত পেট্রোলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। কুলতলি বিধানসভা এলাকায় এই ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে পুলিশ প্রশাসন যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ জারী করতে হবে।

৪। ২১.১২.২০০৩-এর ঘটনায় যারা আক্রান্ত হয়েছিলেন তাদের নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত পুলিশী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫। জয়নগর থানার অধীনস্ত এলাকায় সংঘটিত অসামাজিক কার্যকলাপ সম্পর্কে নিয়মিত অবহিত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৯.৩.০৪, ৩.৪.০৪, ৬.৪.০৪, ১৬.৪.০৪ তারিখ ডঃ মীরাতুন নাহার Indian Association for cultivation of Science প্রতিষ্ঠানে একটি মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য হিসেবে কমিটির সভায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৫.৪.০৪ ও ১৬.৪.০৪ তারিখে বাণাঘাট SPJM কোর্ট ধানতলা ধর্ষণ মামলার তদন্তে যান কমিশনের সহ সভানেত্রী ডঃ রমা দাস ও সদস্যা ভগবতী মণ্ডল।

গত ৩১.১২.২০০৩ তারিখে সহ সভানেত্রী রমা দাস এবং কমিশনের অন্য সদস্যাগণ নদীয়ার শান্তিপুরে বেশ কয়েকটি নারী নির্যাতনের ঘটনার তদন্তে যান।

০৯.০১.২০০৪ তারিখে সমাজসেবী শিফন সরকারের মাধ্যমে একটি মেয়ে পাড়ায় উত্যক্ত হয়ে আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ জানায়। কমিশনের সদস্যা ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য তাকে নিয়ে নারীসেবা সংঘে যান ও তার থাকার ব্যবস্থা করেন। পরে অবশ্য মেয়েটি নিজের ব্যবস্থা করে নেয়।

০২.০২.২০০৪ তারিখে দীপালি দে (দত্ত) কেসটিতে কমিশনের সদস্যা ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য ও ভারতী মুৎসুদ্দি তার বাড়ি গিয়ে তার পরিবারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন।

০৬.০২.২০০৪ তারিখে কমিশনের সদস্যা ডঃ মীরাতুন নাহার Indian Association for Cultivation of Science-এর একটি মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে গঠিত তদন্ত কমিটির সদস্য হিসাবে তদন্ত কর্মে যোগদান করেন। একই কাজের জন্য ১৭.০২.২০০৪ তারিখে উনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে যান।

ধানতলার নির্যাতিতা মেয়েদের ও অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা : ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

—শ্যামশ্রী দাস

গত ২ জুন ২০০৩ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার কুঁচিয়ামোড়া গ্রামে গিয়ে নির্যাতিতাদের সঙ্গে কথা বলার পর পুনরায় ৯ ফেব্রুয়ারি কমিশনের সহ সভানেত্রী ডাঃ রমা দাস, সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি, ডাঃ গৈরিকা ঘোষ, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল ও শ্যামশ্রী দাস নদীয়া জেলার দত্তফুলিয়া গ্রামের, থানা ধানতলা, "শ্রীমা মহিলা সমিতি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের" কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে ধানতলার নির্যাতিতা মেয়েদের সঙ্গে কথা বলেন।

১। পলি ঘোষ। গ্রাম-কুঁচিয়ামোড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা।

২। চান্দনা ঘোষ। গ্রাম-কুঁচিয়ামোড়া।

৩। চায়না ঘোষ। গ্রাম-কুঁচিয়ামোড়া (চন্দনার ননদ)।

৪। মামনি ঘোষ। গ্রাম-কুঁচিয়ামোড়া (পলির বোন)।

৫। অঞ্জলী ঘোষ। গ্রাম-কুঁচিয়ামোড়া (পিঙ্কির মা)

৬। পিঙ্কি ঘোষ। গ্রাম-কুঁচিয়ামোড়া।

৭। জয়ন্ত ঘোষ। গ্রাম-কুঁচিয়ামোড়া।

সেখানে গিয়ে যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়—

যারা উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের সম্পর্কে ঃ

১। ঋষিকা ঘোষ। (গ্রাম-ঝাড়গ্রাম, থানা-চাকদা, জেলা-নদিয়া)। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলে দত্তফুলিয়া আসেনি।

২। ঝুমা ঘোষ। (গ্রাম-আলুলিয়া, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদিয়া) মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকার ফলে দত্তফুলিয়ায় আসেনি। ঝুমার দিদি ঘটনার সময়কার যে বর্ণনা "শ্রীমা" মহিলা সমিতিকে জানিয়েছিলেন—মহিলাদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানী, মার্ডার, লুণ্ঠন—এখন কোর্টে তা অস্বীকার করেছেন।

৩। টুটুন ঘোষ। (গ্রাম-হুমনিয়াপোতা, থানা-রানাঘাট, জেলা-নদিয়া) মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী বলে দত্তফুলিয়ায় আসেনি। কিন্তু তাঁর ওপর ধর্ষণের বিষয়ে যে অভিযোগ সে জানিয়েছেন তা সে কোর্টেও জানাতে চায়।

৪। পিঙ্কির বাবা শ্রী শম্ভু ঘোষ ঘটনার প্রকৃত সত্য বলতে ভয় পাচ্ছেন ভবিষ্যৎ দিনের কথা ভেবে। দোষীদের শাস্তি হয়ে গেলে আসামীদলের লোকজন শম্ভুবাবুদের ক্ষতি করবেন কিনা এই বিষয়ে তাঁরা আশঙ্কিত বলে 'শ্রীমা মহিলা সমিতি' জানালেন।

যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সম্পর্কে ঃ

১। পলি ঘোষ। অগ্রহায়ন, ২০০৩ নৈহাটির দিকে নিমা গ্রামে বিয়ে হয়েছে। সে ধর্ষিতা হয়েছিল। কোর্টে গিয়ে যথাযথ ঘটনার বর্ণনা দেবে বলেছে।

২। মামনি ঘোষ। (পলির বোন) সে সাক্ষী দেবে কোর্টে যথাযথভাবে। তাকে দুষ্কৃতিরা পোষাক তুলে গোপন অঙ্গ পরীক্ষা করেছিল। ছোট বোঝায় ধর্ষণ করেনি।

৩। অঞ্জলী ঘোষ। পিঙ্কির কথা বল্লেন। পিঙ্কির উপর যা ঘটেছে তা তিনি বলবেন বলে বলেছেন। পিঙ্কির উপর attempt to rape হয়েছিল। পিঙ্কি তার মেয়ে। তার দেবর শঙ্কর ঘোষকে দুষ্কৃতিরা কাটতে গিয়েছিল এবং মেয়েদের উপর নির্যাতনের কথা অঞ্জলীর শ্বাশুড়ী জানাবেন কোর্টে বলেছেন।

৪। চন্দনা ঘোষ। তাকে দুষ্কিতিরা অত্যাচার করতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছিল। সেকথা চন্দনা কোর্টে জানাবে।

৫। চায়না ঘোষ। তাকেও ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল। সেকথা কোর্টে জানাবে চায়না।

৬। জয়ন্ত ঘোষ। কোর্টে সকল কথা জানাবেন বলেছেন।

৭। বানী সরস্বতী। স্ত্রীমার সম্পাদিকা—জানালেন যে তিনি মেয়েদের সব কথা কোর্টে জানাবার জন্য সাহস যোগাবেন। ঝুমা ও ঋষিকার সঙ্গে সাক্ষাত করবেন এবং হুমনিয়া পোতার টুকুন তার উপর ঘটে যাওয়া ধর্ষণের কাহিনী জানাবে বলে তিনি কমিশনকে জানিয়েছেন।

সরস্বতী জানালেন প্রথম সাক্ষী দিলীপ ঘোষ কোর্টে গিয়ে ঘটনা অস্বীকার করেছেন এবং ঝুমার দিদিও ঘটনার কথা কোর্টে স্বীকার না করার কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না। ঝুমার দিদি গত ফেব্রুয়ারি ২০০৩ ঘটনার পর কাঁপতে কাঁপতে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ডাকাতি এবং মেয়েদের উপর নির্যাতনের ঘটনা বাণী সরস্পতীকে বলেছিলেন। চায়নার দাদা স্বপন ঘোষ এবং তরুণ ঘোষের ৫-৬ ফেব্রুয়ারিতে কোর্টে সাক্ষী হয়েছে বলে বাণীদেবী জানালেন।

কমিশনের সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি প্রস্তাব দেন যে "ইন-ক্যামেরা' ট্রায়ালের সময় মেয়েদের মনবল ও সাহস সঞ্চয়ের জন্য অত্যাচারিতা মেয়েদের কোর্টে অনুমতি প্রার্থনা করে আবেদন করুক যাতে মহিলা কমিশনের সদস্যা অথবা শ্রীমা মহিলা সমিতির মনোনিত কোন কর্মীর উপস্থিত থাকতে পারেন। এইসব নির্যাতিতা মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য কমিশন প্রচেষ্টা চালাবে।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের তদন্ত : হাড়োয়া

তদন্তের তারিখ : ১৮.০২.২০০৪ ✪ ঘটনা : ১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ ✪ রিপোর্ট : গৈরিকা ঘোষ

১১ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ তারিখ রাত্রি ১টা দেড়টা নাগাদ হাড়োয়া থানার অন্তর্গত ঘোষপুর অঞ্চলের কাছাকাছি বড়ো রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে বিয়েবাড়ির টাটা সুমো আটক করে ডাকাতি হয়। ঐ গাড়িতে কিছু মহিলা এবং শিশু যাত্রীও ছিল। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের তরফ থেকে ভাইস চেয়ারপার্সন ডঃ রমা দাশ এবং সদস্যা গৈরিকা ঘোষ ও ভারতী মুৎসুদ্দী ঐ ঘটনার তদন্তে যান।

সদস্যগণ প্রথমে মিনাখাঁ থানায় গিয়ে ও.সি. দেবব্রত মালাকার-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সি.আই.ও উপস্থিত ছিলেন, হাড়োয়া থানার ও.সি.ও ছিলেন। তাদের থেকে জানা যায় যে কৃষ্ণ বারুই (বর)-এর দাদা দীনেশ বারুই-এর কাছ থেকে ফোনে ডাকাতির খবর পাওয়া মাত্রই মিনাখাঁর

ও.সি. দেবব্রতবাবু অতি দ্রুত ১০ মিনিট-এর মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছান --ইতিমধ্যে ভাঙ্গড় থানার ও.সি. ভয়ার্ত যাত্রীদের নিয়ে সেখানে পৌঁছান। যাত্রীদের জবানবন্দী নেওয়া হয় এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ভাঙ্গড় থানা ও মিনাখাঁ থানার মধ্যবর্তী জায়গা হাড়োয়া থানা। বড়ো রাস্তা থেকে থানার অবস্থান অনেক দূরে—২/৩টি খাল ও একটা নদী পেরিয়ে আসতে হয়। পেট্রোল এর কোন গাড়ি নেই। ফুট পেট্রোলের ব্যবস্থা আছে যা ঐ অপরাধপ্রবণ জায়গার পক্ষে একেবারেই যথোপযুক্ত নয়।

ঘটনার পর একটি মোটর সাইকেল পেট্রোল এর ব্যবস্থা হয়েছে।

এই ঘটনার জন্য যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম—

(১) শেখ আবেদ আলি (ঘোষপুর)। (২) আসগর মোল্লা (ঘোষপুর) (৩) হাফিয়াজ মোল্লা (৪) রহিম মোল্লা (৫) বিনু মোল্লা (৬) জিয়াদ বেগ (ঘোষপুর)। এরা সকলেই Recorded criminal। প্রশাসনের যে Information sources আছে তাদের কাছ থেকে সেদিনের ঘটনার কোন পূর্বাভাষ প্রশাসন পায়নি। মেয়েরা পুলিশের কাছে জানিয়েছে ডাকাতদের হাতে তারা নিজেরাই গয়নাপত্র খুলে দিয়েছে।

কমিশন সদস্যগণ দীনেশ বাড়ুই (বরের দাদা) এর বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন যে—৩টি টাটা সুমো পেরিয়ে যাবার পর, পরের দুটি গাড়িকে ডাকাতরা আটক করে। পরের ১টি গাড়িতে দীনেশবাবু ছিলেন। তিনি এবং পেছনে যে গাড়িগুলি ছিল তারও ডাকাতি হচ্ছে বুঝতে পেরে পিছু হঠে ভাঙ্গর থানায় গিয়ে উপস্থিত হন, ফোনে মিনাখাঁ থানায় রিপোর্ট করেন এবং ভাঙ্গর থানার পুলিশ গিয়ে ডাকাতির জায়গায় আসেন—ততক্ষণে মিনাখাঁর ও.সি.ও এসেছেন। দীনেশবাবু এবং অন্যান্য যাত্রীদের থেকে জানা যায় প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের দ্রুততায় অপরাধীরা ধরা পড়েছে।

গাড়িতে তখন ৩ জন মহিলা ও দুটি বাচ্চা মেয়ে ছিল। (১) শীলা প্রামানিক (২) সুজাতা (বুলটি) প্রামানিক, (১৯ বছর), (৩) জ্যোৎস্না দাস এবং চুমকি ও রুমকি (দীনেশবাবুর মেয়ে)। সদস্যাগণ জ্যোৎস্না দাস ও চুমকি সঙ্গে কথা বলেন। শীলা ও সুজাতা ছিলেন না।

জ্যোৎস্না দাস, স্বামী আশিস দাস বলেন—বন্দুকের গুলি করে যাত্রীদের ভয় দেখান হয়—ছেলেদের মারধর করে, গালাগাল দেয়—আমরা মেয়েরাও ছেলেদের আরও মারবে ভেবে যার যা গয়না ছিল নিজেরাই দিয়ে দিই। ডাকাতরা নিজেরা মেয়েদের গা থেকে কিছু ছিনতাই করেনি বা খুলে নেয়নি।

জ্যোৎস্না দাস ক্ষোভের সঙ্গে জানান যে বিভিন্ন জায়গার লোক এসে তাদের জবানবন্দি নিয়েছে এবং তাদের বক্তব্যে রঙ ছড়িয়ে এবং যা তারা বলেনি তা তাদের মুখে বসিয়ে রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে। তাদের টাকা-পয়সা সোনাদানা গেছে। কিন্তু ভুল তথ্য পরিবেশন করে তাদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হচ্ছে। নারী হিসেবে কোন শালীনতা হানির বিন্দুমাত্র ঘটনা ঘটেনি। ছোট মেয়ে

চুমকি বলে যে ডাকাতির সময় ভয় পেয়ে সে ও তার বোন রুমকি এক 'দাদুর' কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিল। ডাকাতরা বলাবলি করেছে যে ছোট মেয়েরা ভয় পেয়েছে। ওদের গয়না নেবার দরকার নেই। ওদের দুবোনের কানে সোনার দুল ছিল ডাকাতেরা নেয়নি।

কমিশন সদস্যগণ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সুপারিশ করেন যে—

১। পাহারা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

২। পায়ে হাটা নয়—গাড়িতে রাত্রের ভ্রাম্যমান পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। হাড়োয়া থানায় RT'র ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। একটি 'বিট হাউস'-এর ব্যবস্থা প্রয়োজন।

৫। Information source ঠিকমতো কাজ করছে কিনা এবং গোপনে অপরাধীদের সঙ্গে আঁতাত করছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬। হাড়োয়া থানায় টেলিফোনের সংযোগ ব্যবস্থা আশু প্রয়োজন।

৭। যে রাস্তায় ডাকাতি সেই (মোটামুটি ৫ কি.মি. রাস্তা) অপরাধপ্রবণ। প্রায়ই ছিনতাই ডাকাতি জাতীয় ঘটনা ঘটে। হাড়োয়া থানার সঙ্গে এই স্থানের দূরত্ব এবং সংযোগ ব্যবস্থা অসুবিধাজনক।এই দুর্বল, অপরাধপ্রবণ জায়গাটিকে মিনাখাঁ থানার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা দেখা যেতে পারে।

কমিশন ও এ পর্যন্ত তদন্তে যা জানতে পেরেছে তাতে ঘটনার দিন প্রশাসনিক দ্রুত হস্তক্ষেপ সন্তোষজনক বলে মনে হয়েছে। তবে যেখানে যেখানে মূল ব্যবস্থার মধ্যে ঘাটতি আছে অর্থাৎ গাড়ি, বাইক, ফোন না থাকায় থানার সঙ্গে যোগাযো-এর অসুবিধা—মূল রাস্তা থেকে থানার দূরত্ব ও যাতায়াতের অসুবিধা ইত্যাদিগুলির দিকে সত্বর নজর দেবার বিষয়ে কমিশন অনুরোধ জানায়। ও.সি.'রা এই ঘাটতিগুলি যে আছে সেকথা স্বীকার করেন এবং যথাসম্ভব এগুলির নিরসনের চেষ্টা করবেন বলে জানান তবে তাঁরা কমিশনকে অনুরোধ করেন যে কমিশন যেন উচ্চ কর্তৃপক্ষের কাছে এই অসুবিধাগুলি জানান তা' হলে তাদের পক্ষে এই অসুবিধা দূর করার ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভব হবে।

নারী নির্যাতন ঃ নিতু সাউ

৪ মার্চের সাপ্তাহিক মিটিংয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার খবরের ভিত্তিতে একটি লজ্জাজনক নারী নির্যাতনের ঘটনার সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং ঠিক হয় 5th March ঘটনার তদন্তে যাওয়া হবে। ঘটনাটি এইরকম নিতু সাউ (স্বামীর নাম সুরিন্দর সাউ, বাড়ি চন্দননগর) অচৈতন্য অবস্থায় বিনা চিকিৎসায় যৎসামান্য আহারে ব্যারাকপুরের প্যানাসিয়া নার্সিং হোমে লক্ষাধিক টাকা ঋণের বোঝা মাথায় পড়ে আছেন। তিনি এক কন্যা সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে এই অবস্থার শিকার হন। এর মধ্যে নিতু

সাউ এবং বাবা মধুসূদন সাউ এবং ভাইয়ের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে আমাদের সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি শোনেন যে তার শ্বশুরবাড়ির অসোহযোগিতা এবং উপেক্ষাই এর জন্য দায়ি।

এর পরিপেরিক্ষতে মিটিংয়ে ঠিক হয় ৫ মার্চ এই কমিশনের একটি দল প্যানাসিয়া নার্সিং হোমে তদন্তে যাবেন। সাথে সাথে ফোনে হুগলি ডি.এম.-এর কমিশনের তরফ থেকে চেয়ারপারসন ডঃ যশোধরা বাগচী অনুরোধ করেন ঘটনাটি সম্বন্ধে তদন্ত করার। পরদিন অর্থাৎ ৫ মার্চ সংবাদপত্র মাধ্যমে জানা যায় যে ডি.এম.-এর হস্তক্ষেপে নিতু সাউকে প্যানাসিয়া নার্সিং হোম থেকে ভদ্রেশ্বরে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে নার্সিং হোম ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৮ টাকা মঞ্জুর করে দেয়। পরবর্তী সময় আমরা জানতে পারি চন্দননগর সাব ডিভিসনাল হসপিটালে নিতু সাউকে রাখা হয়েছে, এই খবরের ভিত্তিতে কমিশন থেকে ভাইস চেয়ারপারসন ডঃ রমা দাস মেম্বার সেক্রেটারি বিন্দু জুৎসি, সদস্য ভারতী মুৎসুদ্দি হসপিটালে যান এবং সেখানে রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করা হয়। তাতে দেখা যায় রোগী অর্ধমৃত কোমা স্তরে। এবং ওই স্থানে তার চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা করা সম্ভ হবে না বিশেষ করে নিওরোলজিকাল চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। তখনই কমিশন হসপিটাল সুপার C.M.O.H., S.D.O. এবং চিকিৎসাকারী ডাক্তার নিয়ে আলোচনা হয় এবং ঠিক হয় MCM Hospital-এ স্থানান্তরীত করতে হবে। সেখানে উপস্থিত নিতু সাউ-এর শ্বশুরবাড়ি সকলে বলেন পরের দিন হোলি আছে সুতরাং হোলির পর নিয়ে যাওয়া হবে, তখনই সকলে প্রতিবাদ করেন এবং তৎক্ষণাৎ CMC & Hospital-এ স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত হয় এবং তাই মতো ব্যবস্থা হয়। চন্দননগর প্রশাসন থেকেই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করেন। কমিশন CMC & Hospital-এ রোগীর তৎক্ষণাৎ ফ্রী বেডের ব্যবস্থা করেন। ডেপুটি সুপারের সহযোগিতায়। পরে রোগী পৌঁছলে তাকে বেডে দেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে E.C.G. করা হয়।

পরবর্তী সময় কমিশনের সিদ্ধান্ত মতো ভাইস চেয়ারপারসন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ও শারীরিক পরিবর্তনের খবরাখবর রাখতে থাকেন সেই সুবাদে ৮/৩/০৪, ১০/৩/০৪ ও ১২/৩/০৪ এবং ১৬ মার্চ চেয়ারপারসন ড. যশোধরা বাগচি সমেত বেশকিছু সদস্যা নিতু সাউকে দেখতে যান। চিকিৎসারত ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেন। হসপিটালও তাদের সাধ্যমত চিকিৎসা করতে থাকে। বাড়ির লোকজন, শ্বশুরবাড়ি এবং বাবার তরফেও যোগাযোগের অপ্রতুলতা দেখা যায়। পরবর্তী সময় স্বামী সুরিন্দর সাউ-এর সঙ্গে কথা বলে যোগাযোগ রাখতে বাধ্য করা হয়। ২৫ মার্চ, সময় ১২-৩০ নাগাদ মিতু সাউ মারা যায়। মৃতদেহ দাহ করার জন্য ভদ্রেশ্বর নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে পুনরায় শ্বশুরবাড়ি এবং বাপেরবাড়ির মধ্যে বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়। ভাইস চেয়ারপারসন ড. রমা দাস ও সদস্যা ভারতী মুৎসুদ্দি পুলিস হস্তক্ষেপের কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত রাত ১২ টার পর ভাইস চেয়ারপারসন পুলিস সে অনুরোধ রাখতে বাধ্য হল মৃতদেহ দাহ করার কাজে সাহায্য

করার জন্য। ২ এপ্রিল পিতা মধুসূদন সাউ এবং স্বামী সুরিন্দর সাউকে নিতু সাউ-এর কন্যার ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ডাকা হয় সেখানে মধুসূদন সাউ উপস্থিত থাকলেও সুরিন্দর সাউ উপস্থিত ছিলেন না কারণ মধুসূদন সাউ-এর অভিযোগক্রমে সুরিন্দর সাউ পুলিশি হেফাজতে ছিলেন এবং মধুসূদন সাউ কমিশনকে জানান সুরিন্দর সাউ-এর বিরুদ্ধে কোনও ধারায় কেস দেওয়া হয়েছে।

এর পর প৫ এপ্রিল কমিশনে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণা সেবায়তনের দুই চিকিৎসাধীন ডাক্তার, নার্সিং হোম মালিক ও মধুসূদন সাউ। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায়, ৫ মাস অন্তসত্বা অবস্থা থেকে নিতু বাবার কাছে ছিল যদিও বিয়ের পর নানাবিধ অত্যাচার নিতুর উপর শ্বশুরবাড়িতে হয়েছে। এরপর মিউনিসিপ্যালে ২৪ পরগনা (নর্থ) হসপিটালে নিতুকে দেখানো হতে থাকে। যখন প্রসবের সময় আসে তখন হসপিটাল বলে অপারেশনের মাধ্যমে প্রসব করাতে হবে কিন্তু নিতু সাউ-এর মা একথা শুনে মেয়েকে নিয়ে কোন কাগজপত্র ছাড়াই হসপিটাল থেকে চলে যান এবং স্টেট জেনারেল হসপিটালে ভর্তি করেন। সেখানে দু' দিন ভর্তি থাকেন কিন্তু সেখানে কোন প্রসব করানো সম্ভব হয়নি যে সম্বন্ধে তথ্য আমাদের জানা নাই। এরপর সেখান থেকে নিতুকে কৃষ্ণা সেবায়তনে নিয়ে আসেন মধুসূদন সাউ এবং কর্তব্যরত ডাক্তাররা বাধ্য হন জরুরি ভিত্তিক অপারেশন করতে। অপারেশন চলাকালিন কয়েক সেকেন্ডের জন্য হার্টবিট বন্ধ হয়ে যায় পরে কিছু প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ভাল চিকিৎসার জন্য ব্যারাকপুর প্যানাসিয়া নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে কিছুদিন চিকিৎসার পর টাকা-পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় কোনপক্ষই আর নার্সিং হোমে যান না। এরপর দীর্ঘ পাঁচ মাস বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা ছাড়া উপায় থাকে না।

❑ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন আয়োজিত আলোচনা সভা : ১৯.০৩.২০০৪

এ বছরে আন্তর্জাতিক নারীদিবসের অনুষ্ঠান :

এ বছর ৭ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য মহিলা কমিশন থেকে শিশির মঞ্চে সাফল্যে উজ্জ্বল কয়েকজন নারীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এঁরা হলেন ডঃ ফুলরেণু গুহ, অধ্যাপক নির্মলা ব্যানার্জি, অপর্ণা সেন, উষা গাঙ্গুলি ও জিজা ঘোষ। উষা গাঙ্গুলি পাকিস্তানে থাকায় উপস্থিত হতে পারেননি, সম্বর্ধনার স্মারক তাঁর প্রতিনিধির হাতে তুলে দেওয়া হয়। সম্বর্ধিতদের মধ্যে কনিষ্ঠা জিজা ঘোষ নিজের কঠিন শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করে প্রতিবন্ধীদের স্বনির্ভর করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সমবেত অতিথি ও দর্শকবৃন্দ তাঁকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মহিলা-বাউল সুভদ্রা শর্মা লালনগীতি পরিবেশন করেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের ওপর একটি তথ্যচিত্র দেখানো হয় এবং সুতপা সাহা একটি কবিতা-কোলাজ উপস্থাপিত করে সকলকে বিশেষ আনন্দ দেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে যে সমস্ত সম্মানীয় অতিথিদের সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হল

১। ফুলরেণু গুহ

বর্তমান পর্যায়ের নারী আন্দোলনের পথিকৃত ডা. ফুলরেণু গুহ তাঁর বহুমুখী অবদানে আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করেছেন। কোন্ পরিচিতিতে তাঁকে আমরা আজকে স্মরণ করবো ? বলা খুব সহজ হবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশীদার/যোদ্ধা ফুলরেণু গুহ স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের নানা বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে তাঁর নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও রাজনীতিকে তিনি একসূত্রে গেঁথেছিলেন। তাই তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের সক্রিয়তা কোনদিনও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সমস্ত সংগঠনের কাছেই তাই তিনি অতি প্রিয় 'ফুলদি' আজকে ফুলরেণু গুহ শুধুমাত্র পশ্চিমবাংলারই নয় সারা ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের একজন অবিসংবাদিত নেত্রী।

ওপার বাংলাতে জন্ম, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের সূত্রে আত্মীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বিবাহসূত্রে তিনি আবদ্ধ হন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডা. বীরেশচন্দ্র গুহের সঙ্গে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তিনি দান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। তাঁর এই দূরদর্শিতার ফলে Biochemistry বিভাগটির জন্ম হয়েছে তাঁরই চোখের সামনে।

তিনি রাজ্যসভার সদস্যা ছিলেন ১৯৬৪-৭০ এবং ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ ছিলেন লোকসভার সদস্যা। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ভারত সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী।

নারীর হিত এবং সামর্থের অগ্রগতির কাজে তাঁর অবদান আমাদের চিরঋণী করে রেখেছে। দেশভাগ হয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম তাতে পশ্চিমে পাঞ্জাব, সিন্ধ এবং পূর্বে বাংলা দুভাগ হয়ে গেল। সে সময়ে ত্রাণকার্য এবং বাস্তুচ্যুতে মানুষকে বাস্তু এবং জমিতে পুর্নবাসিত করবার কাজে চরম পারদর্শিতা দেখান। এ ছাড়াও বাংলাদেশ থেকে আসা মেয়েদের স্বনির্ভর করবার জন্য কাঁথার কাজকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে ফুলরেণুদির অবদান স্মরণীয়। ১৯৫২ থেকে তিনি ছিলেন Indian Council for Child Welfare-এর সদস্যা। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ পশ্চিমবঙ্গ শিশুকল্যাণ সংসদের সদস্যা এবং ১৮৬৫ থেকে ১৯৭৮ তার সভানেত্রী ছিলেন।

'নারীকণ্ঠে' তাঁর সাক্ষাৎকার থেকে জানতে পারি যে মন্ত্রীত্বের চাইতে Committee for State Women in India-র সভানেত্রী পদটি তার কাছে ছিল বেশি কাম্য। অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষকদের একত্র করে, সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করে ফুলরেণুদির নেতৃত্বাধীন Committee for Status of Women in India ১৯৭৪ সালে তাঁদের অসামান্য রিপোর্টটি

সংসদে পেশ করেন। Towards Equality ডা. ফুলরেণু গুহের অসাধারণ উপহার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কে চেতনা যে বিদেশের আমদানী নয়, তা প্রতিষ্ঠিত করেছিল এই দলিলটি।

এর সুপারিশের ফলে সারা দেশে তৈরি হল মানবী বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রগুলি, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্য গবেষণা সংস্থায়। মানব জগতে আন্দোলন স্বীকৃতি পেলো। আর একটি সুপারিশের ফলে, দেরিতে হলেও মহিলা কমিশনগুলি স্থাপিত হল '৯০ এর দশকে, জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে।

কমিশনের সদস্যপদ তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু নারী আন্দোলন এবং মহিলা কমিশন ফুলরেণুদির কাছে নিবিড়ভাবে ঋণী। বহুল সংবর্ধিত এই নেত্রীকে আমাদের এই ক্ষুদ্র সংবর্ধনা তারই এক প্রতীক মাত্র।

২। নির্মলা ব্যানার্জি

জন্ম বোম্বাই (অধুনা মুম্বাই) শহরে এবং পড়াশুনা করেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং London School of Economics and Political Science-এ।

জীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন বাণিজ্যিক সংস্থার পদস্থ কর্মী। বিবাহসূত্রে তিনি কলকাতা শহরের বাসিন্দা এবং প্রথম দিকে নগর-পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হন। কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশই কেটেছে Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta-তে প্রথম Fellow এবং পরে অর্থনীতির অধ্যাপকের পদে। নগরকেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং তার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা তাঁর কাজের মূল সূত্র, কিন্তু ক্রমশ তিনি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী এবং তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে পড়েন। প্ল্যানিং কমিশনের অনুরোধে তিনি অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মী-রূপে মেয়েদের কী ধরনের ব্যবস্থাপনা বা তার অভাবের সম্মুখীন হতে হয়, তাই নিয়ে গবেষণা করেন। পশ্চিমবাংলায় অসংগঠিত ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের ওপরে তাঁর লেখা বই আমাদের অনেককেই নারী সমাজের এই অবহেলা এবং বঞ্চনার দিকটি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। তারপর থেকে লাগাতার তিনি নারীর শ্রম, তার সামাজিক (অব) মূল্যায়ন এবং তার অর্থনৈতিক তাৎপর্য নিয়ে নানাভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। দেবকী জৈনের সঙ্গে তিনি Tyranny of the Household নামে যে বইটি সম্পাদনা করেন পরিবারে পিতৃতান্ত্রিকতার বিভিন্ন সামাজিক দিক্‌নির্দেশ তার মধ্যে আমরা পাই। নারী আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন এই বোধ থেকে যে ভারতীয় সংস্কৃতি পিতৃতান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন এবং এর বিপদ হচ্ছে যে অনেক সময়ে সুডৌল পরিবার, আত্মত্যাগী স্ত্রী এবং অপার্থিব মাতৃত্বের নাম করে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক স্তরে DAWN নামে যে মানবীকেন্দ্রিক বিকল্প উন্নয়নতত্ত্বের প্রবক্তাদের সংগঠন তৈরি হয়েছিল, নির্মলা ব্যানার্জি ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। নানা প্রকাশনার মধ্য দিয়ে এই সংগঠনটি এখনও পৃথিবীর, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের নারীর আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের জাতীয় স্তরে আর একটি উল্লেখযোগ্য সমীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন নির্মলা ব্যানার্জি। Towards Equality-র পরেই ভারতবর্ষে যে উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা প্রকাশিত হয় সেটি হল 'শ্রমশক্তি' রিপোর্ট। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এবং ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রক থেকে প্রকাশিত এই রিপোর্টটি মেয়েদের কাজ ও বিশেষ করে খেটে খাওয়া মেয়েরা যে ধরনের সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে পারে এ সম্পর্কিত একটি প্রামাণ্য দলিল। নির্মলা ব্যানার্জি এর সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর গবেষণা দিয়ে রিপোর্টটি সমৃদ্ধ করেন।

আশির দশকের গোড়াতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনকে লিঙ্গ-বৈষম্যের আলোচনা দিয়ে উজ্জীবিত করতে এবং নির্যাতিত মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবার কাজটি জোরদার করবার জন্য সারা ভারতবর্ষে যে ক'টি নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয় 'সচেতনা' তার মধ্যে একটি। নির্মলা ব্যানার্জি তার প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যদের মধ্যে অন্যতম। কলকাতায় নারী আন্দোলনের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্পর্কে সোচ্চার হওয়ার জন্য পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন বহুবার।

সর্বভারতীয় স্তরে মানবী বিদ্যাচর্চার (Women's Studies) যে নিজস্ব সংগঠন, Indian Association of Women's Studies তারও তিনি সক্রিয় সদস্য। ২০০০ সালে পুনেতে সংগঠিত এই প্রতিষ্ঠানের নবম সম্মেলনের তিনি ছিলেন সর্বভারতীয় সভানেত্রী।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ অনেকদিনের। Changing Status of Women in West Bengal, 1970-2000 শীর্ষক গবেষণাকাজে তাঁর লেখা Demography অধ্যায়টি তাঁর লিঙ্গ চর্চার ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

বহু প্রবন্ধ এবং বইয়ের রচয়িতা নির্মলা ব্যানার্জি তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ডে ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবাংলায় নারীদের জন্য সরকারি ব্যবস্থাগুলির ফাঁক ভরবার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিও তাঁর নানারকম সাহায্যে পেয়ে থাকেন।

পশ্চিমবাংলার নারী আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে তাঁর অবদানের জন্য তাঁকে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

৩। অপর্ণা সেন

ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম দিশারী সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে অপর্ণার প্রথম পদক্ষেপ 'সমাপ্তি' ছবিতে। রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হয়ে ওঠে তাঁর অবিস্মরণীয় সারল্যে ভরা অভিনয়ে। আর ফিরে তাকাননি তিনি। বাংলা বাণিজ্যিক ছবি তাঁর মধ্যে পেল এক নতুন তারকার সন্ধান। স্বয়ং উত্তমকুমারের বিপরীতে 'রাতের রজনীগন্ধা', 'মেমসাহেব'-এর মত ছবিতে তিনি স্বাভাবিক জীবনমুখী বাস্তব এক চরিত্রণের ধারা আনলেন।

চলচ্চিত্র-সচেতন পরিবারে জন্মগ্রহণ করে অপর্ণা অনায়াসেই নিজেকে তুলে ধরলেন এক অনন্যা নায়িকা রূপে, যিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় থেকে পরবর্তী সময়ে দীপঙ্কর দে,

রঞ্জিত মল্লিক—দুই প্রজন্মের নায়কদের সঙ্গে একই নিপুণতায় কাজ করেছেন। 'বাক্সবদল', 'অসময়', 'পিকু' ইত্যাদি বহু চলচ্চিত্রের দর্শককুল মনে রাখবে এক অসামান্যা অভিনেত্রীকে, যিনি নিজেকে কখনোই এক বিশিষ্ট টাইপ-চরিত্রের ছাঁচে ফেলে দেননি। অভিনয়ে তিনি এনেছেন নবরসের নানান রকম প্রতিভাস, যা দশকমনে দাগ কেটেছে।

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের বাইরেও তাঁর সৃষ্টিশক্তির নতুন নতুন রূপ আমরা দেখেছি। মঞ্চে অভিনয় করতে গিয়ে পান্নাবাঈ-এর নটী চরিত্রকে দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য করবার জন্য তিনি কত্থক নাচের প্রস্তুতি নিয়েছেন নিজে। 'সানন্দা'র সম্পাদিকা রূপেও তিনি নতুন নতুনভাবে সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু আমাদের পাওনা সত্যিকারের পূর্ণ হলো যেদিন আমরা অপর্ণা সেনকে পেলাম চিত্রপরিচালক রূপে। সত্যজিৎ রায়ের 'পিকু' অভিনয় করতে করতেই তিনি শুরু করলেন তাঁর প্রথম পরিচালনা '৩৬ চৌরঙ্গী লেন'। তখন থেকেই তাঁর বিশেষ আঙ্গিক আমাদের জানিয়ে দিল যে পশ্চিমবাংলায় নারীর সৃজনীশক্তির আর এক নতুন সম্ভাবনার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা। উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণীশক্তির যে সমন্বয় আমরা পেয়েছিলাম তাঁর প্রথম ছবিতে জেনিফার কাপুরের ফুটিয়ে তোলা চরিত্রটিতে, সেই ধারা তিনি অব্যাহত রেখেছেন। 'সতী', 'পরমা', 'পারমিতার একদিন', 'যুগান্ত'—এবং আমাদের প্রত্যাশাকে পরিপূর্ণ করে তিনি সৃষ্টি করলেন 'Mr and Mrs Iyer'। গুজরাতের সাম্প্রদায়িক বিষে যখন আমরা জর্জরিত সেই সময়ে এই ছবিটি মানুষের মধ্যেকার সম্পর্কের এই সাহসী এবং মরমী চিত্রায়ণের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তার জন্য তাঁকে আমাদের ভালবাসা ও অভিনন্দন জানাই।

এই কুশলী কলাকারের দীর্ঘায়ু কামনা করি—যেন তাঁর অনবদ্য সৃজনীশক্তি অব্যাহত থাকে এবং নারী তথা প্রতিবাদী আন্দোলনকে নতুন নতুন মাত্রা এনে দেয়।

দর্শক আজ শুধু অভিনেত্রী নয়, পরিচালক অপর্ণা সেনের কাছে চায় এমন আরও অনেক ছবি যা তাদের ঋদ্ধ করবে জীবনেতিহাসের অনন্য আলোকে, যে আলোয় পথ খুঁজে পাবে ভবিষ্যতের নারী সমাজ, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার সম্ভাবনায়।

সেই আশাতেই দিন গুনব আমরা তাঁর সৃষ্টিশীল মননের আলোর উদ্ভাসে। জয় হোক তাঁর, জীবনের পথে উড়ুক তাঁর বিজয়-পতাকা সব বাধাকে তুচ্ছ করে দিয়ে।

৪। ঊষা গাঙ্গুলী

পশ্চিমবাংলার নাট্য আন্দোলনের সক্রিয় সংগ্রামী কর্মী ঊষা গাঙ্গুলী পশ্চিমবাংলার নাট্য আন্দোলনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছেন।

ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটির হিন্দীর অধ্যাপিকা ঊষার প্রশিক্ষণ ছিল 'ভরতনাট্যম্' নাচে। তাঁর প্রথম অভিনয় নভেম্বর ১৯৭০ সালে। পশ্চিমবাংলায় হিন্দী নাটকের দুরবস্থা তাঁকে পীড়া দেয়।

এই অনুভূতি কাটিয়ে ওঠবার জন্য নিজের নাটকের দল তৈরি করেন 'রঙ্গকর্মী'। গত পঁচিশ বছর ধরে এই দলটি বাংলাভাষাভাষী দর্শককে হিন্দীতে নাটক করে সম্মোহিত করে রেখেছে। তাঁর নিজস্ব এই দলের তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন একাধারে পরিচালক রূপে, অভিনেত্রী, মূল এবং অনুবাদে নাট্যকার রূপে।

অন্য যে সব পরিচালকের সঙ্গে তিনি অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেছেন তাঁরা হলেন—

(১) তৃপ্তি মিত্র (গুড়িয়া ঘর, ইবসেনের Doll's House থেকে)

(২) বিভাস চক্রবর্তী (বামা—দারিও ফো ও ফ্রাঙ্কা রামা, Waking up, Jewish Wife এবং Ulnke Meinhoff)

(3) রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত (পরিচয়, Arnold Wesker Roots থেকে)

(৪) এম কে রায়না—'মা' (গোর্কী—ব্রেখ্‌টের Mother)

(৫) রুস্তম ভারুচা—'অনুরোধের আসর' (Request Concert থেকে)

(৬) অনুরাধা কাপুর—'ঘর ঔর বাহর' (ঘরে বাইরে)

কিন্তু ঊষা গাঙ্গুলীর নিজের দল রঙ্গকর্মীর সঙ্গে তাঁর নাট্যকর্মের মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সৃজনীশক্তি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় পেয়েছি। তার একটি তালিকা নীচে দিলাম—

১৯৭৭	'প্রস্তাব' (চেকভের Proposal থেকে)
১৯৮৪	'মহাভোজ' মন্নু ভাণ্ডারী
১৯৮৭	'শেষকথা' রত্নাকর মাত্তাকারি
১৯৮৯	'হোলি' মহেশ এল. কাঞ্চাওয়ার
১৯৯১	'কোর্ট মার্শাল' স্বদেশ দীপক
১৯৯২	'রুদালী' মহাশ্বেতা দেবী
১৯৯৪	'খোঁজ' উষা গাঙ্গুলী
১৯৯৬	'বেটি আঈ' জ্যোতি মাপসেকর
১৯৯৭	'মাঈয়াৎ' বিজয় দল্‌ভী ও ঊষা গাঙ্গুলী
১৯৯৮	'হিম্মৎ মাঈ' নীলাভ-ব্রেখ্‌ট
১৯৯৯	'মুক্তি' (বাংলা) মহাশ্বেতা দেবী
২০০০	'শোভাযাত্রা' সাফাৎ খান
২০০৩	'কাশীনামা' কাশীনাথ সিং

একটি বড় নাট্য গোষ্ঠীকে পরিচালনা, অভিনয় ও লেখনী দিয়ে সমৃদ্ধ করে ঊষা আমাদের ঋণী করে রেখেছেন। তাঁর সৃজনশীল জীবনের অনেক সমৃদ্ধি কামনা করে আমরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাই।

৫। জীজা ঘোষ

প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে জীবনে নিজেকে এবং সমাজের প্রতিবন্ধীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হয়ে অনুজা জীজা ঘোষ আজ আমাদের কাছে বরণীয়।

ছ'বছর বয়স থেকে জীজা Spastic Society of Eastern India-তে পড়াশুনো করে প্রথমে St. James ও পরে Martiniere স্কুল থেকে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। এর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সমাজবিদ্যায় অনার্স নিয়ে স্নাতক পর্যায়ের লেখাপড়া শেষ করে জীজা চলে যান দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে Master of Social Work পাশ করে প্রতিবন্ধীদের অধিকার রক্ষা এবং সমাজে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

১৯৯৫ সালে তাঁর পুরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (এখন Indian Institute of Cerebral Palasy) সমাজকর্মী হিসাবে যোগদান করেন এবং U.K. Action Aid-এর সহায়তায় তিনি এই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করার প্রশিক্ষণ লাভ করেন। কলকাতার Action Aid-এ তিনি 'প্রতিবন্ধী মেয়েদের সামাজিকীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০৩ সালে জীজা তার পুরানো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসেন। সেখানে এখন একটি প্রচার প্রকল্পের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন।

জীজা বহু আলোচনাসভা এবং সেমিনারে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। প্রতিবন্ধী মানুষের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি এই বয়সেই তাঁর কাজের ছাপ রেখেছেন। বহু সেমিনার এবং আলোচনাসভায় তাঁর জোরদার বক্তব্য প্রশংসা লাভ করেছে। 'Service for Girls and Young Women with Disabilities in Kolkata' শীর্ষক তাঁর গবেষণাপত্রটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Occasional Paper হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

জীজার এই সংগ্রাম আমাদের অভিভূত করেছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্‌কালে তাঁর দীর্ঘ সক্রিয় জীবন কামনা করে তাকে আমাদের সংবর্ধনা জানাই।

খসড়া জনসংখ্যানীতি :

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন ১৯.০৩.২০০৪ তারিখে অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস সভাগৃহে সরকার ঘোষিত খসড়া জনসংখ্যানীতির ওপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উপস্থিতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার সূচনা করেন কমিশন সভানেত্রী মাননীয়া যশোধরা বাগ্‌চী এবং স্বাগত ভাষণ দেন ভাইস চেয়ার পারসন ড. রমা দাস।

উদ্বোধক হিসেবে স্বাস্থ্যবিদ্যা গবেষক ড. গৌরীপদ দত্ত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন বিভিন্ন রাজ্যে জনসংখ্যার যে আলাদা আলাদা চিত্র আছে তার তথ্য সংগ্রহ করে জনসংখ্যানীতি তৈরি হওয়া উচিত ছিল। স্বাস্থ্যনীতির ভিত্তিতে জনসংখ্যানীতির বিচার হওয়া উচিত এবং মহিলা তফশীতি জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য অরক্ষিত গোষ্ঠীর অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত এই সুপারিশ তিনি রাখেন।

কমিশন সদস্যা অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টচার্য কোন খসড়াই যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে আলোচনা হওয়া ব্যতিত নীতি হিসেবে গৃহিত হওয়া সমীচীন নয় : মহিলা কমিশনের এই অভিমতটি তুলে ধরেন। তিনি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাব রাখেন খসড়ার সংযুক্তির জন্য—(১) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনসংখ্যার ভারসাম্যের যোগসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ, (২) মহিলাদের স্বাস্থ্যহানিকর জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির ব্যাখ্যা, (৩) তৃণমূলস্তরের সংস্থাগুলির ক্ষমতার রেখা নিয়ে আলোচনা, (৪) ০-৬ বৎসর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যাহ্রাসের চিত্র নিয়ে আলোচনা, (৫) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ কর্মপদ্ধতির সম্পর্কস্বরূপ নিয়ে আলোচনা, (৭) নারী ও শিশুদের পুষ্টিগত মান, (৭) জন্মহারের সামগ্রিক চিত্র, (৮) মাতৃদুগ্ধ পান ইত্যাদি। অধ্যাপিকা ভট্টাচার্য বলেন যে কেবল জন্মহারই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ নয়। পশ্চিমবঙ্গে বহু অন্যরাজ্য হতে আগত মানুষ আছে তাদের সংখ্যা কতটা দেখা প্রয়োজন।

অধ্যাপিকা ইমরানা কাদির স্পষ্টভাবে বলেন যে পশ্চিমঙ্গের জনসংখ্যা যে অন্যরাজ্য থেকে আগত মানুষের দ্বারা বর্দ্ধিত খসড়ায় এর উল্লেখ না রেখে পশ্চিমবঙ্গকে জনবহুল রাজ্য হিসেবে চিহ্নিতকরণ দুর্ভাগ্যজনক। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসম্পদ, কৃষিজসম্পদ, জনসম্পদের উল্লেখ নেই। 'দুয়ের অধিক সন্তান নয়'—এই পরিবার পরিকল্পনানীতি কন্যাসন্তান জন্মে প্রভাব ফেলবে।

সভার এই উদ্বোধনী অংশটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন মাননীয় অধ্যাপক ড. অমিয় বাগচী মহাশয়। এরপর শ্রীমতী কৃষ্ণা সোমান তাঁর বক্তব্যে নারীদের নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অসচেতনতা, নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি পারিবারিক অবহেলা, গর্ভপাত ইত্যাদির বিষয়ের বিপদের কথা উল্লেখ করে নারীদের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে যে কোন নীতি রূপায়িত হয়ো উচিত বলে মন্তব্য করেন।

All India Institute of Public Health-এর ডিরেক্টর ডাঃ ইন্দিরা চক্রবর্তী কেন্দ্রীয় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্যনীতির তুলনামূলক আলোচনা করে খসড়ায় পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থা ইতিবাচক দিকগুলির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল।

UNFPA এর পক্ষে ডঃ ইনা সিং বলেন বয়স্কা নারীদের শারীরিক সমস্যা, লিঙ্গভিত্তিক হিংসা ইত্যাদি ও স্বাস্থ্যনীতির আলোচিত হওয়া উচিৎ। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকার কথা উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন। ডাঃ শোভা ঘোষ বলেন গর্ভপাতকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে দেখার ফলে নারীদের স্বাস্থ্যে ও জীবনে যে বিপদ আসতে পারে মহিলাদের এ বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। পপুলেশান কাউন্সিলের পক্ষ থেকে ডাঃ মণি নাগ প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব এবং জনস্বাস্থ্যের নিরীখে জনসংখ্যানীতিকে দেখার বিষয়টি উল্লেখ করেন। শিশুদের প্রতি পরিবার ও সমাজের মনোভাবের উপর ও জনসংখ্যা নির্ভর করে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আরতি বসু সেনগুপ্ত স্কুল-কলেজ স্তরে শারীরবিদ্যা ও সন্তান জন্ম বিষয়ে সচেতন করা এবং যৌনশিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা উল্লেখ করেন।

উপরোক্ত সময় পর্বের সভা সঞ্চালনা করেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার।

এর পরের পর্বের বক্তা ডঃ অমিতাভ গুহ স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তবিষয়কে বহুজাতিক ওষুধ সংস্থাগুলির মুনাফালোভী আতো থেকে দূরে রাখা বিষয়ে সচেতন হতে আহ্বান জানান। শ্রীমতী রাজশ্রী দাশগুপ্ত শিশুমৃত্যু, মাতৃত্বজনিত মৃত্যু, শিশুশ্রমিক বিষয়ের খসড়ায় উল্লেখের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীমতী পাপিয়া সেন জানান যে জনসংখ্যানীতিতে নারীদের স্বাস্থ্য ও সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা দপ্তরের অধিকর্তা ডঃ বিক্রম সেন বলেন আঞ্চলিক চিহ্নিতকরণের দ্বারা জনসংখ্যানীতি রূপায়িত হওয়া উচিত। খসড়ার কিছু কিছু তথ্যকে তিনি দেখান যে সব সঠিক তথ্য নয়। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারের ইতিবাচক দিকগুলির উল্লেখ প্রয়োজন ছিল, আবার যে সকল প্রান্তিক জেলায় জনসংখ্যা বেড়েছে তাদের চিহ্নিতকরণও প্রয়োজন ছিল। স্বাক্ষরতার হারের উল্লেখ থাকা দরকার। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যাস্বল্পতা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উল্লেখ থাকা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

উপরোক্ত এই পর্বটি পরিচালনা করেন কমিশন সদস্যা শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল। তাঁকে সঞ্চালনা কাজে সহায়তা দেন সদস্যা গৈরিকা ঘোষ।

এরপরে প্রশ্নোত্তর পর্বটি পরিচালনা করেন কমিশন সদস্যা শ্যামশ্রী দাস। প্রশ্নোত্তর পর্বে সুরাহা সম্প্রীতির পক্ষ থেকে শ্রীপ্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মুকুল মুখার্জী, মৈত্রীর তরফে শ্রীমতী কৃষ্ণা রায়, আনন্দবাজার সাংবাদিক স্বাতী ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতির পক্ষে আরতি চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন।

অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্য ডঃ বিক্রম সেন ছাড়া আর কোন সরকারি প্রতিনিধি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

ডঃ কৃষ্ণা সোমান, সভানেত্রী মাননীয়া যশোধরা বাগ্‌চীর অনুরোধ সভায় আলোচিত বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনের মূল কথাগুলি হল—

- খসড়ায় উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।
- আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিতে পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক বাতাবরণকে সঠিকভাবে যাচাই করতে হবে।
- লক্ষ্যমাত্র (target) ভিত্তিক পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে হবে।
- জনগণকে স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠানগুলিতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে।
- মহিলাদের চাহিদাগুলিকে খসড়ার আওতায় আনতে হবে।
- ওষুধের মূল্য-নির্ণায়ক নীতির সাথে বিপন্মুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রকের ব্যবহার এবং পুরুষদের জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবহার করবার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচারমূলক আলোচনা করতে হবে।

- মহিলাদের জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল ব্যক্তিদের কথাও এর আওতায় আনতে হবে।
- আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলিকে আলোচ্য বিষয়গুলি সমাজের বৃহত্তর অংশে পৌঁছে দিতে হবে।

অধ্যাপিকা মালিনী ভট্টাচার্যের মতে জনসংখ্যা নীতির সাথে যে স্বাস্থ্যনীতির সমন্বয় সাধন করা হবে তাতে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের কথাই বলা থাকবে না, জনগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্যের কথাও তাতে উল্লিখিত করতে হবে।

এরপর ডঃ যশোধরা বাগ্‌চী আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য ও ডঃ কৃষ্ণা সোমানের প্রস্তাবগুলি সভায় পাঠ করেন। এই প্রস্তাবগুলি হল—

- স্বাস্থ্যনীতির সাথে সমন্বিত জনসংখ্যা নীতির গঠন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির সাথে তা কিভাবে সম্পর্কযুক্ত হবে তার নির্ধারণ।
- নারীর মৌলিক অধিকারগুলির উপর আলোকপাত করার জন্য নীতির উদ্দেশ্যগুলির পুনরুল্লিখিত করতে হবে।
- জনসংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক পরিকল্পনাকে এবং তার বাধ্যতামূলকতাকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে হবে।
- পশ্চিমবঙ্গের জনতাত্ত্বিক (Demographic) পরিবর্তনের চিত্রটিকেও খসড়ায় যুক্ত করতে হবে।
- দশ বছরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির রাজ্যভিত্তিক তথ্যের উল্লেখ করতে হবে।
- নারী-পুরুষের সংখ্যার আনুপাতিক হার, অপুষ্টি এবং রক্তাল্পতা বিষয়ক তথ্যগুলিও খসড়ায় যুক্ত করতে হবে।
- যথাযথ স্বাস্থ্য-পরিষেবা দেওয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করতে হবে।
- বাজারে বিপন্মুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রক ছাড়ার ব্যাপারে আশ্বাস দিতে হবে।
- লিঙ্গ-হার ও পুষ্টির বিষয়ে গুরুত্ব আরোপের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন।
- বাস্তবমুখী এবং জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নীতির প্রবর্তন।
- এছাড়া জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ, যা খসড়ায় আলোচিত হয়েছে, এবং
- বয়ঃসন্ধিকালীন মেয়েদের জন্য যৌন-শিক্ষার ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ।

পরিশেষে কমিশনের সভানেত্রী ডঃ যশোধরা বাগ্‌চী কমিশনের পক্ষ থেকে সুপারিশগুলি সভায় পেশ করেন।

রাজ্য জনসংখ্যানীতির খসড়ায় সংশোধনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের কিছু সুপারিশ ঃ

১। জনসংখ্যানীতির পটভূমির দিকে তাকিয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নীতিটি রূপায়িত করতে হবে এবং জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্যের মধ্যকার যোগসূত্রের উপর আলোকপাত করতে হবে।

২। সামাজিক উন্নতি, মানুষের মৌলিক অধিকার বিশেষতঃ মেয়েদের অধিকারগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে উদ্দেশ্যগুলিকে পুনরুল্লিখিত করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বললেই চলবে না, সমাজ তথা জনগণের সামগ্রিক উন্নত এবং সমতার কথা খসড়ায় উল্লেখ করতে হবে।

৩। লক্ষ্যমাত্রা (Target) ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে পরিহার করতে হবে, সেইসাথে সেই লক্ষ্যমাত্র পূরণজনিত নিগ্রহ বা নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৪। রাজ্যের মানুষের মন থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে অহেতুক ভয়কে দূর করার জন্য খসড়ায় জনতাত্ত্বিক (Demographic) পরিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদ থাকা উচিত, এর সাথে বিগত তিন দশকে এই রাজ্যে জন্মহার ও উর্বরতাহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা জানাতে হবে।

৫। জনসংখ্যার লিঙ্গগত হার (Sex-ratio), অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, শিশুশ্রম সম্বলিত তথ্য এবং কন্যাশিশুর অধিকারগুলির যথাযথ প্রয়োগের কথাও খসড়ায় উল্লেখ করতে হবে।

৬। রাজ্যের সুস্থ স্বাস্থ্য-পরিষেবা, তার সুগঠিত পরিকাঠামো এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথাও খসড়ায় উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

৭। বিপন্মুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রক সরবরাহের অঙ্গীকার নিতে হবে এবং ক্ষতিকারক ও বিতর্কিত জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবহারের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মহিলাদের অধিকারকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিপন্মুক্ত গর্ভপাত ব্যবস্থার যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে গর্ভপাতকে যেন নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা নরা হয়।

৮। বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ রাজ্যসরকার ও পপুলেশন কমিশন কর্তৃক দায়িত্ব পরিহার করা নয়, এর অর্থ বেসরকারি ক্ষেত্রে দায়িত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য নজর রাখা এবং সরকারের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দপ্তরগুলিতে ক্ষমতার বন্টন সুনিশ্চিত করা।

৯। বাস্তবসম্মত ও মানবিক পদ্ধতিতেই স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে জন্মহার কমানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা।

ডঃ যশোধরা বাগচীর মতে জনসংখ্যা নীতির অর্থ জনগণের সার্বিক কল্যাণসাধন। তিনি বলেন মহিলা কমিশন এই সুপারিশ ভবিষ্যতে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠাবে। সবশেষে তিনি মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার কাজ শেষ করেন।

❑ অন্য সংগঠনের সঙ্গে যৌথ কর্মশালা ও সেমিনার

২০০৩ সালের ২৯ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ্যাত্বের উপর মহিলাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সঙ্গে কানাডা থেকে আগত শ্রীমুলয়ের নেতৃত্বে একটি দলের যৌথভাবে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজশ্রী দাশগুপ্ত ও ড. সঞ্জীব মুখার্জীর নেতৃত্বে স্থানীয় দল কলকাতা এবং হাওড়া জেলায় বন্ধ্যাত্বের অন্যতম পদ্ধতি হিসাবে কুইনাক্রাইনের বেআইনী প্রয়োগের উপর তথ্যানুসন্ধান করেছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী বন্ধ্যাত্বের এই ঔষধ নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও এই ঔষধ প্রয়োগের প্রক্রিয়ার কিছু প্রমাণ গবেষক গোষ্ঠীর কাছে এসেছিল। এই কর্মশালায় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচি স্বাগত ভাষণ দিয়েছিলেন। এই গবেষণার প্রাসঙ্গিক তথ্য, গবেষণার পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের মূল বিষয়গুলির উপর আলোচনা করেন যথাক্রমে নবসরণ সিং, রাজশ্রী দাশগুপ্ত এবং শ্রী মুলে। ড. সঞ্জীব মুখার্জী চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যগুলির উপর পর্যালোচনা করেছিলেন এবং কমিশনের সদস্যা ড. মালিনী ভট্টাচার্য নীতি প্রয়োগ (Policy implication) সংক্রান্ত এবং এই ধরণের পদ্ধতি বহির্ভূত কাজগুলি যাতে না হয় সেই সম্পর্কে সম্ভাব্য প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ এবং সেগুলিকে মনিটরিং করা সম্পর্কে আলোচনা করেন। রাষ্ট্রীয় ড্রাগ নিয়ন্ত্রক মহাশয়, বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি বৃন্দ এবং ভারতে মেডিক্যাল রিপ্রেসেনটেটিভ সংস্থাগুলি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নাগরিকরা এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

নারীর প্রতি হিংসাবিরোধী পক্ষকাল উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ৭ ডিসেম্বর '০৩ তারিখে সল্টলেকে টি. টি. টি. আই হলে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তু হল **নারীর প্রতি হিংসার মোকাবিলায় বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা :**

উদ্বোধক ছিলেন বিচারপতি শ্রী শ্যামলকুমার সেন, এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন আইনমন্ত্রী শ্রী নিশীথনন্দন অধিকারী, বিচারপতি শ্রী সমরেশ ব্যানার্জী, বিচারপতি শ্রীমতী ইন্দিরা ব্যানার্জী। এঁরা আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন দক্ষতার সঙ্গে।

দ্বিতীয় পর্বে বক্তা ছিলেন ফ্রেভিয়া অ্যাগনেস, আইনজীবী, মুম্বাই হাইকোর্ট। তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নারীর প্রতি হিংসা ও নির্যাতনের বাস্তব চিত্র যে কত ভয়াবহ তা ব্যাখ্যা করেন নজীর সহ। পণপ্রথা, শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও পিত্রালয়ে আশ্রয় না পাওয়া ইত্যাদি বিষয়কে তিনি নারীনিগ্রহের প্রধান কারণ বলে বারবার উল্লেখ করেন।

তৃতীয় অধিবেশনে একটি প্যানেল আলোচনা হয়। এই আলোচনাচক্রে সঞ্চালক ছিলেন ড. মীরাতুন নাহার এবং আলোচক ছিলেন ড. রত্নাবলী চ্যাটার্জী, শ্রী তাজ মহম্মদ, শ্রীমতী অনুরাধা কাপুর, শ্রীমতী সুমনবালা সাউ, ও ড. জয়শ্রী মিত্র। স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এঁরা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলা থেকে জেলাকোর্টের বিচারপতিরা উপস্থিত থাকায় আলোচনাটি বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে।

—গৌরিকা ঘোষ

❑ মহিলা কমিশনের সদস্যাদের বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ

এই ছ'মাসের মধ্যে রাজ্য মহিলা কমিশনের সদস্যাদের বহু আলোচনাসভায় যোগ দিতে হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ অলোচনাসভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

বরাক উপত্যকার ঈদ মিলনোৎসবে আমন্ত্রিত কমিশনের সদস্যা :

গত ৯ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ শিলচরের বরাক উপত্যকার বাঙালিরা বিভিন্ন সম্প্রদায় মিলে অভিনব একটি আনন্দ-সন্ধ্যা উপস্থাপন করেন। ঈদ সম্মিলনী উদ্‌যাপন কমিটির সদস্যরা বহু বছর ধরে ঈদ মিলনোৎসব অনুষ্ঠান করে সম্প্রদায়ের ভেদ ভুলে মনের আনন্দে পরস্পরের সঙ্গে একাত্মতার সম্পর্ককে দৃঢ় করে তোলেন। এবছর তাঁরা এই অনুষ্ঠানে একটি সেমিনার সংযোজন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সদস্য ড. মীরাতুন নাহারকে নারী-সমস্যা ও মুসলমান সমাজ বিষয়ে বক্তা হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। ড. নাহারকে তাঁরা উষ্ণ সংবর্ধনা দেন। তিনি বলেন, মুসলমান মেয়ে শিক্ষার আলো না পেলে সম্প্রদায়ের ক্ষতি এবং সে ক্ষতি দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষাই নারী-সমস্যা সমাধানের উত্তম পন্থা এবং এ বিষয়ে দেশের সব সম্প্রদায়ের দায়িত্বের কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি তৈমুর রাজা চৌধুরী, কাছাড়ের জেলা উপায়ুক্ত শ্রী প্রদীপ কুমার দাস, শ্রী খালেক চৌধুরী, শ্রী হিমাংশু বিশ্বাস, কে দাহার মজুমদার, ডা. চিন্ময় চৌধুরী এবং ঈমাদ উদ্দীন বুলবুল। অনুষ্ঠানটি ছিল 'মিলনোৎসব' আক্ষরিক অর্থে— যেমনটি সচরাচর চোখে পড়ে না।

প্রেসিডেন্সী সংশোধনাগার পরিদর্শন :

প্রেসিডেন্সী সংশোধনাগারের উপদেষ্টা কমিটির সদস্যা হিসাবে গত ৩০ মার্চ ২০০৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের সহসভানেত্রী ড. রমা দাস প্রেসিডেন্সী সংশোধনাগার পরিদর্শন করেন।

ওই পরিদর্শনকালে সদস্যাগণ সংশোধনাগারের কর্তৃপক্ষের সাথে ওই সংশোধনাগারের মহিলা বন্দিনীগণের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন।

এখানে মহিলা বন্দিনীদের থাকা, চিকিৎসা, শিক্ষা সংক্রান্ত সবকিছুর ব্যবস্থাই সন্তোষজনক। এখানে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি হাতে কাজ, জীবিকা নির্বাহী শিক্ষা ও মন পরিবর্তনের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থাও আছে। মানবিকারগ্রস্ত আবাসিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা যেমন আছে তেমনি সুস্থ হওয়ার পরে বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও এখানে আছে।

One Stop Crisis Centre আলোচনাচক্রের উদ্বোধনে সভানেত্রী যশোধরা বাগচি :

এপ্রিল মাসে সভানেত্রী ড. যশোধরা বাগচি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রে বিশ্বায়ন প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হন। বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও ৩ এপ্রিল তিনি One Stop Crisis Centre টিতে একটি আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করেন।

মেয়েদের বিরুদ্ধে হিংসার মোকাবিলা করবার জন্য বাংলাদেশে এই অভিনব ব্যবস্থাটি চালু হয় বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সংস্থার উদ্যোগে। ঢাকা শহরে মেডিকেল কলেজের মধ্যে অবস্থিত এই সেন্টারটিতে পৌঁছে যাচ্ছে বিশেষ আঘাত পাওয়া বা পুড়ে যাওয়া মেয়েরা। এখানে তাঁরা একই জায়গায় পাচ্ছেন ডাক্তারি সাহায্য, পুলিশ প্রশাসন, আইনি সাহায্য ও মনোরোগের চিকিৎসকদের। শারীরিক আঘাতের সঙ্গে মেয়েদের মনের ওপরে যে চাপ পড়ে তার মোকাবিলা করা হয় মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের দিয়ে। তারপরে পুলিশ প্রশাসন এবং আইনজীবীরা এগিয়ে আসেন মেয়েটির অধিকার রক্ষার কাজে। একই সঙ্গে চলতে থাকে তার শারীরিক চিকিৎসা। মালয়েশিয়া থেকে শেখা এই ব্যবস্থাটি তাঁরা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় ছড়িয়ে দেবেন।

❑ বৈদ্যুতিন মাধ্যমে মহিলা কমিশনের সদস্যরা

সাম্প্রতিককালে নিঃসহায় নারীর পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সোচ্চার হওয়ার দরুণ সরকারি এবং বেসরকারি বৈদ্যুতিন মাধ্যম থেকে বিভিন্ন সমস্যার ওপরে আলোকপাত করবার উদ্দেশ্য আমাদের সদস্যদের ঘন ঘন আমন্ত্রণ এসেছে। সভানেত্রী এবং সহ-সভানেত্রী এবং অন্যান্য সদস্যাদের মধ্যে যারা আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তারা হলেন ডঃ মীরাতুন নাহার, শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, সর্বাণী ভট্টাচার্য। যে সব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছেন, সেগুলোর নাম নীচে দেওয়া হলো "এই দেশ, এই সময়", যুক্তি-তক্কো, মুখোমুখি, আইন-আদালত, খোঁজখবর (আকাশ বাংলা) ইত্যাদি।

❑ আমাদের সুপারিশ

সাধারণভাবে সরকারের কাছ থেকে বহুবিধ সহযোগিতা পাওয়া সত্ত্বেও গত দু' বছরে ষান্মাসিক প্রতিবেদনগুলিতে আমরা মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যেসব সুপারিশ করেছি তার কোনওটাই গৃহীত হয়েছে বলে আমাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। তাই নতুন ও পুরানোর সমন্বয়ে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি আবার আমরা পাঠালাম।

১। মহিলা কমিশনের ষান্মাসিক রিপোর্ট বিধানসভায় সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করতে হবে এবং তার উপরে Action Taken Report দিতে হবে।

২। এরাজ্যে PNDT Act-কে কার্যকরী করতে হলে কেবলমাত্র USG machine-এর নথিভুক্তিকরণই নয়, ব্যাপকভাবে বিভিন্ন স্তরে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। মহিলা কমিশনের সঙ্গে যৌথভাবে স্বাস্থ্য দপ্তর এবিষয়ে নানারকমের কর্মসূচি নিতে পারে।

৩। গত ১৯/৩/২০০৪ তারিখে রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের খসড়া জনসংখ্যানীতি সংক্রান্ত যে কর্মশালার আয়োজন করা হয় সেই সভায় গৃহীত পূর্বউল্লিখিত

সুপারিশগুলিকে এই ষান্মাসিক প্রতিবেদনে বিশেষ সুপারিশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে পাঠানো হল।

(ক) স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের আর্থ-সামাজিক পটভূমির দিকে তাকিয়েই পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নীতিটি রূপায়িত করতে হবে এবং জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্যের মধ্যকার যোগসূত্রের উপর আলোকপাত করতে হবে।

(খ) সামাজিক উন্নতি, মানুষের মৌলিক অধিকার বিশেষতঃ মেয়েদের অধিকারগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে উদ্দেশ্যগুলিকে পুনরুল্লিখিত করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কথা বললেই চলবে না, সমাজ তথা জনগণের সামগ্রিক উন্নত এবং সমতার কথা খসড়ায় উল্লেখ করতে হবে।

(গ) লক্ষ্যমাত্রা (Target) ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে পরিহার করতে হবে, সেইসাথে সেই লক্ষ্যমাত্রা পুরণজনিত নিগ্রহ বা নিপীড়ন বন্ধ করতে হবে।

(ঘ) রাজ্যের মানুষের মন থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে অহেতুক ভয়কে দূর করার জন্য খসড়ায় জনতাত্ত্বিক (Demographic) পরিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কীয় পরিচ্ছেদ থাকা উচিত, এর সাথে বিগত তিন দশকে এই রাজ্যে জন্মহার ও উর্বরতাহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাফল্যের কথা জানাতে হবে।

(ঙ) জনসংখ্যার লিঙ্গগত হার (Sex-ratio), অপুষ্টি, রক্তাল্পতা, শিশুশ্রম সম্বলিত তথ্য এবং কন্যাশিশুর অধিকারগুলির যথাযথ প্রয়োগের কথাও খসড়ায় উল্লেখ করতে হবে।

(চ) রাজ্যের সুস্থ স্বাস্থ্য-পরিষেবা, তার সুগঠিত পরিকাঠামো এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার কথাও খসড়ায় উল্লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

(ছ) বিপন্মুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রক সরবরাহের অঙ্গীকার নিতে হবে এবং ক্ষতিকারক ও বিতর্কিত জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবহারের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মহিলাদের অধিকারকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিপন্মুক্ত গর্ভপাত ব্যবস্থার যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে গর্ভপাতকে যেন নিয়মিত জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা না হয়।

(জ) বিকেন্দ্রীকরণের অর্থ রাজ্যসরকার ও পপুলেশন কমিশন কর্তৃক দায়িত্ব পরিহার করা নয়, এর অর্থ বেসরকারি ক্ষেত্রে দায়িত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য নজর রাখা এবং সরকারের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য দপ্তরগুলিতে ক্ষমতার বন্টন সুনিশ্চিত করা।

(ঝ) বাস্তবসম্মত ও মানবিক পদ্ধতিতেই স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে জন্মহার কমানোর কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৪। এই বছরের মধ্যে জয়নগর ও হাড়োয়া থানার অন্তর্গত ঘোষপুর অঞ্চলে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সরেজমিন তদন্ত করার ফলে কমিশনের পক্ষ থেকে এই সুপারিশগুলি হচ্ছে—

(ক) উপদ্রুত এলাকাগুলি চিহ্নিত করে এসব জায়গায় পুলিশ পাহারা জোরদার করতে হবে।

(খ) পায়ে হেঁটে নয়, রাত্রিবেলা ভ্রাম্যমান পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) এই উপদ্রুত অঞ্চলগুলিতে অসামাজিক কার্যকলাপে পুলিশ প্রশাসন যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে হবে।

(ঘ) অপরাধপ্রবণ মানুষদের বিষয়ে পুলিশ ঠিকমতো তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে কিনা সেটি দেখা প্রয়োজন।

(ঙ) এইসব অঞ্চলে টেলিফোন সংযোগ ব্যবস্থা ভালোভাবে চালু করা উচিত।

(চ) পুলিশ ফাঁড়ি বসিয়ে অথবা জোরদার থানার সঙ্গে যুক্ত করে দুবৃত্তায়নকে রুখবার ব্যবস্থাগুলি কার্যকরী করতে হবে।

৫। কুচবিহার সংশোধনাগার পরিদর্শন করতে গিয়ে আমরা যে সব তথ্য পেয়েছি সেই তথ্যগুলি বিবেচনা করে সংশোধনাগারের মহিলা আবাসিকদের জীবনযাত্রা—

(ক) উপদ্রুত এলাকাগুলি চিহ্নিত করে এসব জায়গায় পুলিশ পাহারা জোরদার করতে হবে।

(খ) গ্রীষ্মকালে শয্যাদ্রব্য হিসাবে শতরঞ্চি দিতে হবে।

(গ) পানীয় জলের জন্য "অ্যাকোয়া গার্ডে"র ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) বন্দিনীদের নিয়মিত রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) বিনোদনের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যাঁরা মহিলা ঠিকা-শ্রমিক হিসেবে আছেন, বহুক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা নষ্ট হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যথাযথ আইন তৈরি হওয়া প্রয়োজন।

৭। যে মহিলারা শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হন, সেক্ষেত্রে তাদের থাকবার জন্য ঐসময়ে রাজ্যব্যাপী শর্ট হোম ('short stay home') গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৮। নারী পাচার রোধ করতে পঞ্চায়েত স্তরের মাধ্যমে প্রতিটি মেয়ের Identity Card হলে তা মেয়েদের খুঁজে বার করার সহায়ক হবে।

৯। স্থানে স্থানে মেয়েদের বিরুদ্ধে অত্যাচার সংক্রান্ত অভিযোগ নেওয়া এবং তদন্তের ব্যাপারে বেশ কিছু গাফিলতি চোখে পড়েছে। O.C. এবং I.O.-দের বিশেষ করে সামাজিক সচেতনতার প্রশিক্ষণ একান্তভাবে প্রয়োজন।

১০। দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে নাগরিকদের সচেতন করে পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশুকন্যার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১১। আমাদের কমিশন S.T. সংরক্ষিত আসনটি এখনও খালি। অবিলম্বে সেটি পূরণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

১২। যদিও রাজ্য মহিলা কমিশন জেলা সফর করে থাকে, আমাদের মনে হয়েছে যে মহিলা কমিশনের সঙ্গে জেলাগুলির সম্পর্ক আরও জোরদার করা প্রয়োজন। এই কারণে আমরা প্রতিটি জেলাকে দুই সদস্যের এক একটি task force-এর আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। এই task force সদস্যরা সার্বিকভাবে জেলার সমস্যাগুলির দিকে নজর দেবেন। এবং সম্ভব হলে তিন মাসে অন্ততঃ একবার করে সেই জেলাতে যাবেন।

সরকারের কাছে আমাদের বিশেষ সুপারিশ যে প্রতি জেলায় নারীর অধিকার সুরক্ষিত করবার জন্য যে কমিটি রয়েছে (যার সভাপতি জেলাশাসক নিজে) কমিশনের দুই সদস্যকে সেই কমিটিতে নেওয়া হোক। এর ফলে টাস্কফোর্সের সদস্যরা জেলা সফরে গেলে এই কমিটির মিটিং করা সম্ভব হয়। সরকার থেকে যদি জেলাশাসকের প্রতি এই মর্মে একটি আদেশনামা জারি করা যায় তাহলে এই ব্যবস্থাটি কার্যকরী করা অনেক সহজ হবে এবং জেলার সঙ্গে কমিশনের আদান-প্রদান অনেকখানি বর্ধিত হবে। এইসঙ্গে আমরা নীচে এই টাস্কফোর্সের একটি প্রস্তাব করে পাঠালাম।

West Bengal Commission for Women
Proposed Task Force

Districts	*Names*
Burdwan Division	
Bankura	Roma Das, Bharati Mutsuddi
Birbhum	Malini Bhattacharya, Bhagabati Mondal
Burdwan	Shyamasree Das, Sarbani Bhattacharya
Hooghly	Roma Das, Miratun Nahar
Midnapore (East)	Bharati Mutsuddi, Gairika Ghosh
Midnapore (West)	Rome Das, Miratun Nahar
Purulia	Roma Das, Bhagabati Mondal

Districts	*Names*
Jalpaiguri Division	
Cooch Bihar	Gairika Ghosh, Shyamasree Das
Darjeeling	Gairika Ghosh, Shyamasree Das
Dakshin Dinajpur	Gairika Ghosh, Sarbani Bhattacharya
Jalpaiguri	Bharati Mutsuddi, Sarbani Bhattacharya
Malda	Bhagabati Mondal, Miratun Nahar
Uttar Dinajpur	Shyamasree Das, Bhagabati Mondal
Presidency Division	
Howrah	Gairika Ghosh, Malini Bhattacharya
Nadia	Sarbani Bhattacharya, Bharati Mutsuddi
North 24 Parganas	Malini Bhattacharya, Miratun Nahar
Murshidabad	Gairika Ghosh, Milini Bhattacharya
South 24 Parganas	Bharati Mutsuddi, Shyamasree Das
Kolkata	All members